

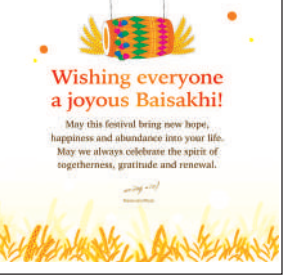
পয়লা বৈশাখ-সহ বিভিন্ন উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ ও বিহু-সহ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার সকালে এক শুভেচ্ছা-বার্তায় রাষ্ট্র পতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন, বৈশাখী, বিয়ু, বোহাগ বিহু, পয়লা বৈশাখ, মেশাদি, বৈশাখাদি এবং পুতাদুন পিরাপু উপলক্ষ্যে, আমি ভারত এবং অন্যান্য দেশের সমস্ত ভারতীয়কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত হবে পয়লা বৈশাখ, অসমে উদযাপিত হবে বোহাগ বিহু, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নানা ধরনের উৎসবের আমেজ রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

গ্রামীন এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়নের আর্থিক খরচ

কলকাতা়, ১৩এপ্রিল:গ্রামীন এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকার সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থবছরে কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় চার হাজার তিনশো কোটি টাকা খরচ করেছে। এই টাকায় রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শৌচাগার, আলো ইত্যাদি সহ আড়াই লক্ষের বেশি নাগরিক পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। খরচের নিরিখে উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের পরেই এই রাজ্য রয়েছে। চলতি অর্থবছরের শুরুতেই অর্থ কমিশনের টাকা আরো বেশি করে খরচ করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য পঞ্চম অর্থ কমিশনের মেয়াদ আগামী বছর মার্চমাসে শেষ হবে।

বৈশাখী শুভেচ্ছা বার্তা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিলঃ রবিবার সকালে ‘বৈশাখী-শুভেচ্ছা’ জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি শোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, সবাইকে বৈশাখীর শুভেচ্ছা! এই উৎসব আপনাদের জীবনে নতুন আশা, সুখ এবং প্রার্থ্য নিয়ে আসুক। আমরা যেন সমসাময়িক একতা, কৃতজ্ঞতা এবং নতুনের চেতনা উদযাপন করি।উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত হবে পয়লা বৈশাখ, অসমে উন্যাপিত হবে বোহাগ বিহু, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নানা ধরনের উৎসবের আমেজ রয়েছে।

শিলাবৃষ্টি বয়ে আনল ক্ষতি, মানালি ও কুল্লুতে নষ্ট আপেলের ফুল

শিমলা, ১৩ এপ্রিল :হিমাচল প্রদেশের মান্ডি ও কুল্লু জেলার কিছু অংশে সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টিতে আপেল বাগান ও অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, ফুল ফোটার মরশুমে এই শিলাবৃষ্টিতে কৃষকরা বিপাকে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মন্ডিতে জেলার সেরাজ উপত্যকা, বিশেষ করে থুনাগ এবং ছরী এলাকা।স্থানীয় আপলে চাষীরা জানিয়েছেন, শিলাবৃষ্টিতে ফুল ফোটা আপেল গাছ, নাশপাতি বাগান এবং অন্যান্য ফলের ক্ষতি হয়েছে। শিলাবৃষ্টি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হয়েছে, যখন আপেল বাগানে পূর্ণ ফুল ফুটেছিল, যা প্রত্যাশিত ফলনকে উল্লেখ যোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। চাষীরা জানিয়েছেন, বগান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিলাবৃষ্টির তীব্রতা এতটাই ছিল যে ফুলের ক্ষতি হয়েছে। এটি আমাদের জন্য একটি বড় ঞ্চিকা।পর্বতবর্তী কুল্লু জেলায়, বানজার মহকুমায়ও ফসলের ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। বানজারের দেহুরিগির গ্রামে পঞ্চায়েতের প্রধান ভগত সিং বলেছেন, এলাকার কয়েকটি পঞ্চায়েতেও একই রকম ক্ষতি হয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে এই অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আপেল বাগান এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়েছে। মান্ডি ও কুল্লু জেলার কৃষকরা উদ্দানপালন ও কৃষি বিভাগকে অবিলম্বে ক্ষতির মূল্যায়ন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিলঃ ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে যারা প্রয়াত হয়েছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি পন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি এদিন জানান, জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আগামী প্রজন্ম তাদের অদম্য চেতনাকে সর্বদা

স্মরণ করবে। এটা আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় ছিল। তাদের অস্বাভাব্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়ে এসেছিল। অন্য দিকে নয়াদিল্লিতে, নারকীয় জালিয়া নওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ভয়া বহতার কথা স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর মতে,

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি কালো অধ্যায়। রবিবার সকালে এঞ্জ হ্যাভেল লে কেন্দ্রীয়স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি কালো অধ্যায়, যা সমগ্র দেশকে নাড়িয়ে

দিয়েছিল। অমানবিকতার চরম শিখরে পৌঁছে যাওয়া ব্রিটিশ শাসনের নিষ্ঠুরতার কারণে দেশবাসীর মধ্যে যে ক্ষেপ্তরে সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্বাধীনতা আন্দোলনকে জনসাধারণের সংগ্রামে পরিণত করেছিল। জালিয়া নওয়ালাবাগে শহীদ হওয়া শহীদদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

আজ হরিয়ানায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন একাধিক প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ,সোমবার, আশ্বৈদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে হরিয়ানা সফর করবেন। তিনি সোমবার সকালে হিসার যাবেন এবং হিসার থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত একটি বাণিজ্যিক বিমানেরে উদ্বোধন করবেন এবং হিসার বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি জনসভায়ও ভাষণ দেবেন। এরপর, প্রধানমন্ত্রী যমুনানগরে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং এই



উপলক্ষ্যে জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন।এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি শেষ

মাইল পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী যমুনানগরে দীনবন্ধু ছোট্ট রাম

মিলল খোঁজ, শিমলার মঠ থেকে নিখোঁজ দুই ভিক্ষুকে খুঁজে পেল পুলিশ

শিমলা,১৩ এপ্রিল : হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার সজেলির জোনাং বৌদ্ধ মঠ থেকে নিখোঁজ হওয়া দুই কিশোর শিক্ষানবিশ ভিক্ষুকে খুঁজে পেল পুলিশ। তাই পুলিশ সূত্রে জানান। গত ১০ এপ্রিল দুপুরে মঠ থেকে বেরিয়ে তারা আর ফেরেনি। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ চালি চকে তাদের খুঁজে পায় এবং মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে

দেয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, তারা মঠ কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই বেরিয়েছিল এবং রাস্তা ভুলে যায়। তাদের কাছে ফোন না থাকায় যোগাযোগ করতে পারেনি বলে থানা থেকে জানান। এক জন পশ্চিমবঙ্গের, আরেক জন অরুণাচলের বাসিন্দা বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রের খবর থেকেই। উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ ধামে পুজোর অনলাইন বুকিং শুরু

দেহরাদুন, ১৩ এপ্রিল : চলতি বছরের চারধান যাত্রার জন্য বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ ধামে পুজোর অনলাইন বুকিংগত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির ওয়েবসাইটে (www.badrinath-kedarnath.gov.in) ৩০ জুন পর্যন্ত পুজোর বুকিং করা যাবে। কমিটির



এক কর্মকর্তা জানান, কেদারনাথ ধাম ২ মে এবং বদ্রীনাথ ধাম ৪ মে খুলবে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার পুজো , বিশেষ আরতির জন্য বুকিং শুরু হয়েছে।

আজ ভারতীয় সংবিধানের মহাহুপতি বি .আর. আম্বেদকর এর শুভ জন্মদিন



দুরন্তবার্তা,বাকুড়া-আজ, ১৪ ই এপ্রিল ডঃ বি .আর .আম্বেদকর এর শুভ জন্মদিন। ১৮৯১ সালের আজকের দিনেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।ডঃ বি .আর. আম্বেদকর ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রচয়িতা। দলিত আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনি একজন বিশ্বমানের

আইনজীবী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন।তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ,ঐতিহাসিক, সুবক্তা ,বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্র বিপ্লবী।তাকে ভারতীয় সংবিধানের জনক বলা হয় ।তিনি ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছিলেন।তিনি মনে করেছিলেন ভারতবর্ষের মতো দেশে সর্ব ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে একদিন গণতান্ত্রিক দেশ ভারত ধ্বংসপূর্ণে পরিণত হবে। ১৪ই এপ্রিল, ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা বি.আর.আম্বেদ করের শুভ জন্মদিন। আমরা জানাই তোমাকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বাইওয়াকের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা,১৩এপ্রিলঃশক্তিপীঠ কালীঘাট মন্দিরে আসা পূণ্যার্থীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার স্বাই ওয়াক চালু করতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি সেখানে এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই স্বাইওয়াকের উদ্বোধন করবেন। উল্লেখ্য ৪৩৫ মিটার দীর্ঘ এই স্বাই ওয়াকটি তৈরীরা কাজ ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও বেশ কয়েকবার কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। পাঁচটি ব্রেসে পথ যুক্ত এই স্বাইওয়াক ও নিচে বারো ফুট চওড়া ফুটপাথ সংস্কারের জন্য মোট খরচ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা।

১৭ এপ্রিল পর্যন্ত কানপুরে সফর মোহন ভাগবতের, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি



কানপুর, ১৩ এপ্রিল : আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত কানপুর সফরে থাকছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এসএস)-র সর সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। এই সময়ে কানপুরে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে সঙ্ঘ প্রধানে। রবিবার আরএসএস সূত্রে জানা গিয়েছে, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ১৩ থেকে ১৭ এপ্রিল কানপুর সফর করবেন। ১৪ এপ্রিল তিনি আরএসএসের নতুন অফিস উদ্বোধন করবেন। অফিস প্রাঙ্গণে তিনি ডঃ ভীমরাও আশ্বেদকর অভিটোরিয়ামও উদ্বোধন করবেন।কানপুর সফরকালে, ভাগবত ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল কয়লা নগর এবং নিরারা নগরে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এবং শাখাগুলিতে অংশগ্রহণ করবেন।

দিল্লির পূর্ববর্তী সরকার আম্বেদকরের নামে রাজনীতি করতে চেয়েছিলঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিলঃ ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে ম্যারাথনের সূচনা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সবুজ পতাকা নেড়ে এই ম্যারাথনের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, পূর্ববর্তী সরকার বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে রাজনীতি করতে চেয়েছিল এবং তাঁকে একটি শ্রেণীবদ্ধ বর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি কেবল একটি শ্রেণীবদ্ধ বর্গের আইন নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য একজন মহাপুরুষ ছিলেন। বিরোধী নেতাকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা কি বাবাসাহেবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে ভারতে উপস্থিত আছেন?ম্যারাথনের আয়োজন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিল্লি সরকার একটি চমৎকার ওয়াকাথনের আয়োজন করেছিল। দিল্লি সরকার বাবাসাহেবের দেখানো পথে চলতে এবং তার প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসরণ করে এবং জনগণকে ন্যায্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমতা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎঃমনসুখ মান্ডভিষা

পাটনা, ১৩ এপ্রিল : যুবসমাজই দেশের ভবিষ্য। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিষা। রবিবার বিহারের রাজধানী পাটনায় আয়োজিত ‘ জয় ভীম পদযাত্রা’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিষা বলেছেন, যুবসমাজই দেশের ভবিষ্য। ডঃ বিহার আম্বেদকর সংবিধান দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে দেশের জনগণকে সমান অধিকার দিয়েছেন। যুবসমাজকে এই অধিকারগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, সংবিধানকে সন্মান করতে হবে এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের উত্তরাধিকারকে সন্মান জানাতে ১০,০০০ মাই ভারত যুব স্বেচ্ছাসেবকের সাথে ‘জয় ভীম পদযাত্রা’-তে অংশগ্রহণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাসুখ মান্ডভিষা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০৪৭ সালে, যখন দেশ স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, তখন বিকশিত ভারত প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েছেন। এই পদযাত্রাটি এমনভাবে আয়োজন করা হয়েছে যাতে কোটি কোটি যুবক এই সংকল্পের অংশ হন। উল্লেখ্য, এদিন জয় ভীম পদযাত্রায় অংশ নেওয়ার প্রাক্কালে, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মনসুখ।

ভোটের জন্য এখনও চুপ করে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃগজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

যোধপুর, ১৩ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে হিসার জেলা ভূগমূল কমপ্রেস সরকারের ত্রী সন্মালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।



রবিবার রাজস্থানের যোধপুরে সাবাদিকদের মুখামুখি হয়ে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে ভোট তুষ্টির জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যবশত এবং নিন্দনীয়। সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষ করে রাম নবনী উপলক্ষ্যে এবং তারপর থেকে চমৎগত, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে,

মন্দির ভাঙচুর করা হচ্ছে এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে, এবং এখনও রাজ্য সরকার কেবল ভোটের জন্য নীরব, যা আমাদের বাংলা বিভাগের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আরও বলেছেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মানুষের বিবেক আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাকে এই ঘটনা থেকে মুক্ত করবে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হবে।

হঠাৎ দমকা হাওয়া ও বৃষ্টিতে বিপাকে কৃষকরা

প্রয়াগরাজ, ১৩ এপ্রিলঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে রবিবার সকালেই হঠাৎ করে শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া ও হালকা বৃষ্টি। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে চিন্তায় পড়েছেন জেলার কৃষকরা। কারণ, এখনও

অন্যেকের গমের ছাঁটাই বাকি।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, প্রয়াগরাজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রবিবার দমকা হাওয়া ও কোথাও কোথাও বৃষ্টিও হয়েছে। কৃষকদের আশঙ্ক এই অবস্থায় ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

দুরন্ত বার্তা

আনন্দপুর ধাম পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর, মন্দিরে দিলেন পুজো



অশোকনগর, ১৩ এপ্রিলঃ ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের অশোকনগর জেলার ইসাগড়ে আনন্দপুর ধাম পরিদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইসাগড় অ্ধশিলের গুরুজি মহারাজ মন্দির পরিদর্শন করেন ও প্রার্থনা করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

৩১চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ১৪ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌঃ২৯ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিঁড়িঃ২৭ চৈত্র ১৯৪৭, মৈঃ৫৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চৈত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪১ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্নর্য যোগঃরুদ্রা রাাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪ঃ৫৩.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ০৫ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিঃলোঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ থেকে।কুলিঃরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৩৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালো দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালঃরাাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহঃফুট (সূর্য উদয় কালীনা)ঃ রাাত্রিঃ১১ঃ৫৯১৩ (২৬) ৪ পদঃসূর্য ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদঃমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদঃবৃহস্পতিঃ১১৫৪১৩ (২৬) ১ পদঃশনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদঃরহুঃ১১৫৫৫১১ (২৬) ১ পদঃকুঃঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদঃবৃহ বক্রিঃশুক্র বক্রিঃলগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ৩৬ পর্যন্ত।বৃহ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত।মিথুন রাশি সকাল ১১ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত।কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩০ঃ১৩ পর্যন্ত।সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত।কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫ঃ৩০ঃ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্রি ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত।বৃষিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত।ধনু রাশি শেষ রাাত্রি ০১ঃ৮ঃ১৫ পর্যন্ত।মকর রাশি শেষ রাাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি শেষ রাাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গেও আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি প্রত্যাশিত। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সর্বকর্তা জারি করা হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।আগামী মঙ্গলবার, পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোনো দিন বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দমকা হাওয়ার ঝে থাকতে পারে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। সোমবার ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০২ ডিগ্রি কম। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ৯ টা ৫৫মিনিট। সূর্যুদয়ঃসকাল ৫টা ২৭মিনিট এবং অস্তঃ ৫টা ৫৪মিনিট

নববারাকপুরে নাট্যকার কবি নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মদিন পালন

নববারাকপুর, ১৩ এপ্রিলঃ রবিবার সকালে নববারাকপুরে রপ্তিপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার শিক্ষাবিদ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর ১১৫ তম জন্মদিবস সাতঘুরে পালিত হল পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সরণিষ্ঠীত এলাকায়। পুরসভা প্রতিষ্ঠিত নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আবক্ষ মর্মর মূর্তিতে মালাদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধার্থ জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, বড় বাবু বেব প্রসাদ রাহা সহ পুরসভার কর্মীরা এবং পরিবারের সদস্যরা।মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর দীর্ঘ সাহিত্যকর্ম শিক্ষা জীবনের নানা দিক তুলে আলোকপাত করেন পুরসভার পুরপ্রধান সহ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর দুই সুপুত্র নিখিলেন্দু চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পুরসভার কবী প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ভারত – পাক মৈত্রী গ্রন্থ প্রকাশ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের প্রসার নিয়ে ইন পারশিউ অফ পিস (ইমপ্র্ভিঙ ইন্ডো –পাক রিলেশনস) গ্রন্থ প্রকাশ করলেন গ্রন্থটির সংকলক ও পি শাহ। সেন্টার ফর পিস এন্ড প্রগ্রেস সংস্থা আয়োজিত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে মোট ৫২ টি রচনা। লেখক তালিকায় আছেন আইনজীবী ও সিপিএম নেতা বিকাশ উভট্টাচার্, প্রাক্তন সাংসদ ও প্রসারভারতী অধিকারিক জহর সরকার, কংগ্রেস নেতা দীপ্তিমান ঘোষ, প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার এন, এস মুখার্জি, সমাজকর্মী আব্দুল আজিজ প্রমুখ। গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষে ভারত –পাকিস্থান মৈত্রীর সূত্র দেন জহর সরকার, প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার এন এস মুখার্জির, সংগঠনের যুগ্মআহ্বায়ক প্রহ্লাদ রায় গোয়েনকা প্রমুখ। ডিজিটাল ইমথ্যমে পাকিস্থানের পক্ষে দুই দেশের নাগরিকদের মৈত্রীর কথা বললেন ইমতিয়াজ গিল, রশিদ মেমন, জুবের ওয়ারশি প্রমুখ।

রবিবাসরীয় দুপুরে ট্যাংরা মাছ-ভাতের ছবি পোস্ট ডেরেকের, কটাক্ষ সুকান্তর

কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ ওয়ারফ ইসুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তার মধ্যেই রবিবাসরীয় দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যাংরা মাছ-ভাতের ছবি পোস্ট করে কটাক্ষ স্তনন করে। তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও ব্রাহ্মনকে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই নিয়ে এদিন বলেন, হাজার হাজার নিরীহ হিন্দুকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, জিহাদি জনতার হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেতারা

ফের নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার জালে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ১৩ এপ্রিলঃ ফের সাফল্য পেলে। নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলা। প্রায় এক মাস ধরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করলে পুলিশ। সূত্রে খবর শনিবার রাতে নদীয়ার ধানতলা থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম দন্তপুলিয়ায় অভিযান চালায়। এরপর সাজু মিয়া ও সোম সিদা খাতুন নামে এক যুবতী ও এক যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, এই দুই বাংলাদেশী নাগরিক প্রায় একমাস আগে চাকরির সন্ধানে ভারতীয় দালালের সহায়তায় অবৈধভাবে ভাতিত বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশ করেছিল। শনিবার রাতে তারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার

শান্তিনিকেতনে আসছেন মহারাজ, যোগ দেবেন পুরসভার অনুষ্ঠানে

শান্তিনিকেতন, ১৩ এপ্রিলঃ প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মভূমি বোলপুর-শান্তিনিকেতনে আসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বোলপুর পুরসভার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক।

বোলপুর ডাকবাংলো ময়দায়ে বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে সর্ববনা দেওয়া হবে, বলে সূত্রের খবর।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সফর

থিরে ইতিমধ্যেই বোলপুর শহরে সাজসজ্জা রব।

ক্রীড়া অনুরাগী ও নবীন খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন দাদা, সেদিকেই নজর সকলের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অনুরক্ত মণ্ডলা একথা জানান বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

প্রযুক্তির এ আই এর কাজ। কম সময়ে চটজলদি কি করে কাটুন, একাধিক ফিচার সহ অন্যান্য কাজ করা যায় সে বিষয়ে শেখানো হচ্ছে। এখানে কলেজ পড়ুয়ার ছাড়াও

ফিশিং ব্যান পিরিয়ডে মৎস্যজীবীদের ওপর নজরদারি বাড়ানো উচিতঃ মৎস্যজীবি সংগঠন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৩ এপ্রিলঃ ১৪ ই এপ্রিল থেকে শুরু হবে ফিশিং ব্যান পিরিয়ড। আর সেই সময় প্রতি বছর নজরদারি এড়িয়ে মাছ ধরেন অনেক মৎস্যজীবী।সেগুলি পুরোপুরি বন্ধ করতে সকলের এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি। অনেক সময় দেখা যায় ছোট মাছ ধরাও হয় এই সময়। এভাবে খোকা ইলিশ ধরা হলে,আগামীদিনে বড় ইলিশ পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষজন। প্রশ্ন তুলেছেন মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যরা। এই নজরদারিতে প্রশাসনের গাফিলতি থেকে যায় বলে দাবি মৎস্যজীবী

সংগঠনের। এ বিষয়ে সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ছোট ইলিশ ধরা বেআইনি কাজ। প্রশাসনের এই দিকে নজর দেওয়া উচিত। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ভোজন রসিক বাঙালির পাতে ইলিশের যোগান দেওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।
বারে বারে প্রশাসনের তরফ থেকে ছোট মাছ ধরা যাবে না বলে মিটিং করে বলা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। তার পরেও যদি কেউ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে সেক্ষেত্রে প্রশাসন অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করুক। এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে সচেতনতা বৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এখন

শিশুকন্যাকে খুন করে পুঁতে দিল এক নাবালক, চাঞ্চল্য হাসনাবাদে

বারাসত, ১৩ এপ্রিলঃ ছবছরের শিশুকন্যাকে খুন করে পুঁতে দিল এক নাবালক। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত রামেশ্বরপুরের মনোহরপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম সায়মা খাতুন (৬)। সে প্রথম শ্রেণিতে পড়ত।

শনিবার পিসির বাড়ি যাওয়ার নাম

করে তাকে ডেকে নিয়ে যায় তার পিসতুতো দাদা। তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি সায়মার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোনও হিশি মেলেনি তারা। তখনই

সন্দেহবশত ওই পিসতুতো দাদার কাছে যায় সায়মার অভিভাবকরা। তাকে সায়মার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। কোনও সাদুত্তর না পেয়ে তার বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই শিশুকন্যার পরিবারের সদস্যরা। তার ভিত্তিতেই ওই নাবালককে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় সায়মাকে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় সে। অভিযুক্ত পুলিশকে জানায়, বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে বোনকে খুন করে বাড়ির পিছনে পুঁতে দিয়েছে সে। সব শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ শিশুকন্যার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণও করেছে তদন্তকারীরা।



দেখার ভবিষ্যতে এই কাজ কতটা বন্ধ হয়। তবে ব্যান পিরিয়ড রক্ষা

করতে না পারলে ভবিষ্যতে মাছ পাওয়া যাবে না বলে মত তাদের।

করে। কোনও সাদুত্তর না পেয়ে তার বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই শিশুকন্যার পরিবারের সদস্যরা। তার ভিত্তিতেই ওই নাবালককে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় সায়মাকে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় সে। অভিযুক্ত পুলিশকে জানায়, বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে বোনকে খুন করে বাড়ির পিছনে পুঁতে দিয়েছে সে। সব শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ শিশুকন্যার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণও করেছে তদন্তকারীরা।

ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষনের আয়োজন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন, অনুপস্থিত একাধিক নেতা

বনম্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৩ এপ্রিলঃ বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের দাবি, কোনও দলাদলির প্রশ্নই নেই। যাঁরা আসতে পারেননি, ব্যক্তিগত কাজ ছিল। কিন্তু অনুপস্থিত নেতাদের একটা অংশের দাবি, এই মিটিংয়ের ১৫-২০ মিনিট আগে ফোন করে বলা হয়েছে, চলে আসতে। এ ভাবে কারও পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। রবিবারের সেই শিবিরে দেখাই গেল না এলাকার একাধিক নেতা-কাউন্সিলারকে। ছিলেন না জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন, জেলা যুব সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর পুরসভার সোয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল, রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কেপ্ট মণ্ডল-সহ একাধিক জন। অনুপস্থিত নেতারা জেলার যথেষ্ট পোড়পাওয়া মুখ। সংগঠনে তাঁদের প্রভাব নেহাত কম নয়। স্বভাবতই তাঁদের এই অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলছে, তবে কি এখানেও গোষ্ঠীকোন্দল? ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা নাম বাদ দেওয়ার কাজ কী ভাবে করতে হয়, তার জন্য তৃণমূল তাঁদের বৃথন্তরের

এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রাজ্যজুড়েই তা হচ্ছে। এ দিন উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকায় তেমনই প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। কিন্তু সেখানে দলের একটা বড় অংশের নেতাদের অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলে দিল কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে। প্রশিক্ষণ শিবিরের সামনে এসেও এ দিন ফিরে যান উত্তরপাড়ার উপ পুরপ্রধান খোকন মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, ‘কেন এত জন এলেন না, সেটা ভাবার বিষয়। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির। সকল নেতা-কর্মী মিলে এ কাজ করার কথা। আর সব সময় বিধায়ককে তো আর পাই না। তাঁকে ফোনকে পাওয়া যায় না। তাই স্থানীয় সকলকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কাজ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়’ কোন্নগর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী বলেন, ‘একবারে শেষ মুহূর্তে বিধায়ক ফোন করেছিলেন। আমি বললাম, কী নিয়ে মিটিং সেটাই জানি না। ১১টায় মিটিং। অথচ ফোন এল সাড়ে ১০টা পৌনে ১১টা নাগাদ। আজ আমাদের নীল বস্তীর পূজো। গঙ্গার ঘাটে প্রচুর আটা আমরা তা নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কাউন্সিলাররাও ব্যস্ত। আর ভোটার লিস্ট সংশোধন শুনছি দলের কাউন্সিলারদের বাদ দিয়েই হবে।

লোডশেডিং হলেও ঘরে চলবে পাখা, জ্বলবে আলো



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ লোডশেডিং হলেও গরমে আর আপনাকে গলদধর্ম্য হতে হবেনা। বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে গেলেও মাথার উপর বনবন করে ঘুরবে পাখা। একই সঙ্গে জ্বলবে আলোও। অসম্ভব হলেও এটাই সত্যি। আর এই মুশকিল আসান করে বাজারে

অভিভাব এই পাখা নিয়ে এসেছে টিফোজ। ওই সংস্থার বিএলডিসি পাখা আবির্ভাবেই রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে বলে সংস্থার দাবি। চমক শুধু এখানেই শেষ নয়, পাখার ব্লেডে আপনি পেয়ে যাবেন মেথিলী আঁট (মধুরনী পেট্টিং) এর ছোঁয়া। সংস্থার আরও দাবি, ভারতে এই

বাংলায় আফস্পা চাই’, অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন জ্যোতির্ময়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ শনিবার রাতেও নতুন করে মুর্শিদাবাদের নানা প্রান্তে অশান্তির ঘটনা সামনে এসেছে। শনিবার সন্ধ্যাত্তেই আবার মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পৌঁছে গিয়েছেন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল করণি সিং। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গে আক্ষস্পার দাবি জানানলেন পুর্কলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এজ্ঞ হ্যাভেন্লে পোস্ট করে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন। বিজেপির লোকসভার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে আফস্পা-এর আওতায় অশান্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হোক। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো রবিবার বলেছেন, গত অনেক দিন ধরে, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে- যখন ১৯৯০-এর দশকে হিন্দুদের দেশতাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, বিশেষ করে বাংলার ৪টি জেলায়, যার মধ্যে রয়েছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তাই, আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আফস্পা বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, অন্যথায়, সিরিয়য় যা ঘটছে এবং বাংলাদেশে যা ঘটছে তাই হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি এখন এখানেও একই রকম। আমি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং আদালতকে ধন্যবাদ জানাই যে কেন্দ্রীয় বাহিনী (মুর্শিদাবাদে) মোতায়েন করা হয়েছে, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। এই এলাকাটিকে অশান্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।

তারেকশ্বর মন্দিরে ভক্তদের সমাগম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ এপ্রিলঃ চৈত্র মাসের শেষ দিন সংক্রান্তির আগের দিন নীল যষ্ঠী। এদিন মহিলারা সন্তানের মঙ্গল কামনায় নীলের উপোস করেন শিবের মাথায় জল ঢালেন। এই উপলক্ষে তারেকশ্বর মন্দিরে রবিবার সকাল থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সমাগম ভিড় উপচে পড়েছে কোন কোন ভক্ত বাক নিয়ে জল ঢালতে বাবার মাথায় তারেকশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছেন বোম বোম তারক বোম ধ্বনি দিচ্ছেন ভক্তদের লাইন পড়ে গিয়েছে বিশাল। প্রচুর ভক্ত মন্দিরের পাশে দুধ পুকুরে স্নান করছেন তারপর ঘটে জল নিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালার অপেক্ষায় মন্দিরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন অগণিত ভক্তরা। জানা গেল এই দিনে শিব পার্বর্তীর বিয়ে হয়েছিল। সেই জন্য নীল যষ্ঠী বলে অধিক রাতে হরপার্বর্তীর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। তারেকশ্বর মন্দিরে এই সময় মন্দিরের মহন্ত মহারাজ উপস্থিত থাকবেন। এই প্রসঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত কমিটির সদস্য জানিয়েছেন এই দিন হরপার্বর্তীর বিয়ে হয়েছিল।



এখানে দল যা ঠিক করবে, তাই হবে। যদি কখনও মনে হয় আমাদের কাজে লাগবে, আমরা সব সময়েই আছি।’ উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বৃথ স্তরের এজেন্টদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় এ দিন ফণীন্দ্র ভবনে। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনেও মাথায় রেখেই আগামী দিনে উত্তরপাড়া বিধানসভায় কাজ কী ভাবে হবে, এজেন্টদের কাজ কী, ভোটার লিস্ট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় এ দিনের অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেখানে নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির। সবার ভাবনা, ‘কেন এত জন এলেন না, সেটা ভাবার বিষয়। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির। সকল নেতা-কর্মী মিলে এ কাজ করার কথা। আর সব সময় বিধায়ককে তো আর পাই না। তাঁকে ফোনকে পাওয়া যায় না। তাই স্থানীয় সকলকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কাজ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়’ কোন্নগর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী বলেন, ‘একবারে শেষ মুহূর্তে বিধায়ক ফোন করেছিলেন। আমি বললাম, কী নিয়ে মিটিং সেটাই জানি না। ১১টায় মিটিং। অথচ ফোন এল সাড়ে ১০টা পৌনে ১১টা নাগাদ। আজ আমাদের নীল বস্তীর পূজো। গঙ্গার ঘাটে প্রচুর আটা আমরা তা নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কাউন্সিলাররাও ব্যস্ত। আর ভোটার লিস্ট সংশোধন শুনছি দলের কাউন্সিলারদের বাদ দিয়েই হবে।

নেননি, তাঁদের বক্তব্যে তা স্পষ্ট।

যদিও কাঞ্চন মল্লিককে এ নিয়ে প্রশ্ন

করা হলে তিনি বলেন, ‘এ নিয়ে আমি কিছু বলব না। সকলকেই জানানো হয়েছে। নিশ্চয়ই না আসার কোনও কারণ থাকতে পারে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি ব্যক্তিগত কাজে ছিলেন। জেলা সভাপতির সঙ্গেও কথা হয়েছে। আর আমন্ত্রণপ্রত্ন ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপেও জানানো হয়েছে।’

তা হলে কি দলের অন্দরে মতবিরোধই স্পষ্ট হচ্ছে না? শুনেই থমকালেন কাঞ্চন, তার পর বিষয়বেরে জবাব, কোনও মতবিরোধের অবকাশই নেই।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে রবিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলো জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা। ওয়াকফ আইন বাতিল ও চাকরি বাতী শিক্ষকদের উপার পুলিশি নির্ধাতনের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন বারুইপুরে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে মিছিল সহকারে এক বিক্ষোভ দর্শন করা হয়।

এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতো নেতৃস্থ দেন জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি জয়ন্ত দাস। তিনি বলেন, কেন্দ্রের মোদি সরকারের তৃণলকি এই আচরণ আমরা মেনে নোবো না। আর রাজ্যের তৃনমূল সরকারের পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জ কেন করলো তাঁর জবাব দিতে হবে।

এদিন ত্রিপুরা ফিটনেস অ্যান্ড স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বডি বিল্ডিং ও ফিজিক্যালিট্যানশিপশিপে মোট ছয়টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য এবং বহিঃ রাজ্য থেকে অনেক প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনি রাজ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৩ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ টৈত্র , ১৪৩১

বিশ্ব আর্থিক বাজার খুব মন্দা

বিশ্ব আর্থিক বাজার খুব মন্দা। বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে সব দেশেই। উৎপাদিত পণ্যের কোনও বিক্রি বাজার নেই। সব বাজার একেবারে ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ক্রেতা নেই। ফলে পণ্য গোড়াউনজাত পণ্যে পরিণত হতে শুরু করেছে। এখন শুধু অল্প কেনার বাজার রয়েছে। তাও তালানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অল্প কেমোচোা চলছে ধরে। নগদ ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নগদ ব্যবসারা ওপরে দৈনন্দিন কাজ চলে। জীবনযাত্রা চলে। সেটাই এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। হাতে টাকা নেই। নগদের ব্যবসা করার পথ একেবারে বন্ধ। ফল আর্থিক সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু ক্ষেত্র আর নেই। সব কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক বাজার করে হলে সেটা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারছে না। ফলে আর্থিক আঘাত এসে পড়তে শুরু করেছে সব দেশে। ইসরায়েল পর্যন্ত লড়াই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। সীমান্ত সংঘর্ষ থাকলে বড় ধরনের কোনও হামলা করছে না ইসরায়েলো। তার কারণ একটাই আর্থিক মন্দার প্রভাব তাদেরকে গ্রাস করেছে। বিশ্ব আর্থিক লেনদেনে নেই বলতে গেলে চলে। কান্দীয়ার নিয়ে পাকিস্তান যে ধরনের তান খেলতে শুরু করে দিয়েছে সেই তান খেলাটিকে একেবারে বন্ধ করে দেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেটা পাকিস্তান উপলব্ধি করতে পেরেছে। পাকিস্তান ভেবে ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিৎকার করলেও পরে তারা শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবার অন্য ধাঁচের মানুষ। তিনি যা বলেন তা করেন। সেই কাজকে সফল করতে নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সক্রিয় থাকেনো। ফলে মুশখিলে পড়ে গিয়েছে পাকিস্তান। যেভাবে পাকিস্তান কান্দীয়ার নিয়ে এগিয়ে এসেছিল সেইভাবে আর পেছনে ফিরেও পড়বে না। মার্য পথে পাকিস্তান এখন আটক গিয়েছে। ফলে মাঝপথ থেকেই চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের বিদেশ নীতিকে তারা পরিত্যক্ত আশা করে ছিল। কিন্তু ভারতে সেটা হচ্ছে না। বিশ্ণের কোনও দেশের নেতার সাহস নেই যে মোদিতে কান্দীয়ার নিয়ে কোনও কথা বলবে। মোদি রাষ্ট্রপুত্র বিশ্ব রাষ্ট্রনেতাদের পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারত কান্দীয়ার নিয়ে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেখান থেকে ফেরার কোনও পথ নেই। ভারত তার অন্তর্ভুক্ত কান্দীয়ার নিয়ে কি করবে না করবে তার জন্য অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করতে রাজি নয়। ভারত যেটা ঠিক করেছে তা সবাইকে মেনে চলতে হবে। না হলে কোনও সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না। পরিস্কার কথা বলতে বেশি ভালোবাসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির কঠোর সিদ্ধান্তের কাছে হার মানতে বাধ্য পাকিস্তান সরকার। ভারতের আর্থিক অবস্থা একন ভালো বলা যেতে পারে। করোনায় সময়ে ভারত ভালো ব্যবসা করেছে। বিশেষ করে করোনা ভাকসিন ভারত বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে আর্থিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে পেরেছে যা চিন এবং রাশিয়া করতে পারেনি। ভারত থেকে ব্রিটেনও করোনা ভ্যাকসিনের লাভ নিয়েছে। তার কারণ অক্সফোর্ড করোনার টিকা কোভিশিল্ড আবিষ্কার করেছিল। আর ভারতের নিজস্ব করোনা ভ্যাকসিন ছিল কোভ্যাকসিন। দুটোই করোনা কালে সারা বিশ্বে ভ্যাকসিন হিসাবে সমাদর লাভ করে। যার ফলে ভারত কয়েক বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করতে পেরেছে। চিনের মতো বিশাল দেশের পক্ষে এখন আর্থিক আতঙ্ক দেখা দিতে শুরু করেছে। উৎপাদিত পণ্য অবিবেচ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বহু গুলি বিক্রি পাচ্ছে না। মোবাইলের ব্যবসা কমতে শুরু করেছে। বিদেশি শিল্প কারখানার উৎপাদন কমতে শুরু করেছে। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এদিকে হংকংয়ে আবার চিন বিরোধী আন্দোলন করতে শুরু হয়েছে। সেখানে চিনের পণ্য কেউ কিনছে না। চিনা পণ্য বরকট কমতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে চিন কিছুটা বসে যেতে শুরু করেছে।

স্বচ্ছ সমাজ ব্যবস্থা

স্বচ্ছ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা না গেলে আগামী দিনে অজানা অতিমারির সঙ্গে লড়াই করাটা একেবারে অসম্ভব সেটাও তিনি বলেন। তিনি বলেন, করোনা, অতিমারি আমাদের আকছে একটি শিক্ষা দিয়েছে সেটা হচ্ছে বিদেশে ভুলে এক সঙ্গে থাকা, এক হয়ে কথা বলা এবং এক হয়ে থেকে বিশ্ব সভ্যতাকে রক্ষা করা। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোটা দেশের বহোল পরিস্থিতি সময়ে যেভাবে আমেরিকার এগিয়ে এসে সাহায্য করেছিল তাও বলেছেন। শুধু আমেরিকাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এসেছিল ভারতকে সাহায্য করতে। ভারতের নাগরিকদের জীবনকে রক্ষা করতে। অগ্নিজ্বলে থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে তারা সাহায্য করেছিল। তবে আজকে ভারত করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছে। দ্বিতীয় ডেউ ভারতে একেবারে কাহিল করে দিয়েছিল। ভারতের জনগণকে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত করতে শুরু করে। তার ফলে বহু নাগরিক করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মারাও গিয়েছিলেন। সেই অতিমারি হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে বিশ্বের বহু দেশ এগিয়ে এসেছিল। তিনি বলেছেন, আগামী দিনে অজানা সংক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, ঔষধ এবং অন্যান্য সরঞ্জামের সরবরাহের ব্যাপারে কোনও বাধা রাখাটা ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং প্রতিরোধক তৈরির করার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপরে বাধা নিষেধ তুলে দিয়ে সব রাষ্ট্রগুলোই যাতে তা অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারে তার রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে। স্বাস্থ্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া খুবই প্রয়োজন। অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তার জন্য দূষণ রোধ করা খুবই প্রয়োজন। এর জন্য রাষ্ট্র নেতাদের মানসিক পরিবর্তন হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। আন্তর্জাতিক নাগরিক হওয়ার স্বীকৃতি না পেলে সমগ্র বিশ্ব এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায় জগত সত্যের সন্ধান দেওয়া থাকলে তাকে কিন্তু এখন গড়ে তোলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়

নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি ডুই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেনা। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন। আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারণা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলারো করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করছে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আদ্যাশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন।

ভক্তি প্রাচুর্য সেবায় মহান স্বর্ণ মন্দির

কৌশিক দাস : অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির যোড়শ শতাব্দীতে চতুর্থ শিখ গুরু গুরু রাম দাস সাহেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ দর্শনাধীরা গুরুদ্বারাতে জড়ো হন। স্বর্ণ মন্দির, যা হরমন্দির সাহেব নামেও পরিচিত, শিখ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির। এটি অমৃতসরে অবস্থিত এবং শিখদের জন্য একটি পবিত্র স্থান। এর ইতিহাস ১৫৭৩ সাল থেকে শুরু হয়, যখন গুরু রাম দাস প্রথম এখানে একটি সরোবর খনন করেন। পরবর্তীকালে গুরু অর্জুন দেব ১৫৮০ সালে এই মন্দিরের নকশা তৈরি করেন এবং ১৬০৪ সালে নির্মাণ কাজ শেষ করেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং ১৮০৯ সালে মন্দিরটিকে পুনর্গঠন করেন এবং ১৮৩০ সালে সোনার ফয়েল দিয়ে মুড়িয়ে দেন, যা এটি স্বর্ণ মন্দির নামে পরিচিত হওয়ার কারণ। গুরু অর্জুন দেব, পঞ্চম শিখ গুরু, মন্দিরটির স্থাপত্য নকশা তৈরি করেন। তিনি একটি এমন নকশা তৈরি করেছিলেন যেখানে মন্দিরটি একটি সরোবরের মধ্যে স্থাপন করা হবে, যা শিখদের জন্য পবিত্র স্থানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। ১৬০৪ সালে, গুরু অর্জুন দেবের তত্ত্বাবধানে মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়, যা একটি সু ন্দর এবং পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮০৯ সালে, মহারাজা রঞ্জিত সিং মন্দিরটিকে মার্কোল এবং তামা দিয়ে পুনর্গঠন করেন। ১৮৬০ সালে, তিনি মন্দিরের গম্বুজটিকে সোনার ফয়েল দিয়ে ঢেকে দেন, যা এটিকে স্বর্ণ মন্দির নামে পরিচিত করে তোলে। এই ঐতিহাসিক মন্দিরটি কেবল একটি স্থাপত্যের নিদর্শন নয়, এটি শিখ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক এবং ভক্তদের জন্য একটি পবিত্র স্থান। স্বর্ণ মন্দির, বা শিখদের দেবতাদের আবাসস্থল, আনুষ্ঠানিকভাবে হরমন্দির সাহেব নামে পরিচিত। মুঘল এবং আফগানরা ভারত ও পাকিস্তান আক্রমণের সময় এটি ভেঙে ফেলেছিল এবং শিখ রাজারা তাদের রাজত্বকালে এই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমান কাঠামোটি মহারাজা রঞ্জিত সিং তামা এবং মার্বেল ব্যবহার করে তৈরি করেছিলেন, তবে মন্দিরের শীর্ষটি সোনার পাপড়ি দিয়ে নকশা করে হয়েছে। নির্মাণের দৃশ্যতাত্ত্বী পরে মহারাজ রঞ্জিত সিংহ দ্বারা ১৮৩০ সালে মন্দিরকে ১৬২ কেজি সোনা দিয়ে আবরণ করা হয় তখন তার মূল্য ছিল ৬৫ লাখ টাকা। পরে বেশ কয়েক বছর আগে ৫০০ কেজি স্বর্ণ দিয়ে এটি পুনঃআবরণ করা হয়েছিল। স্বর্ণের পরিমাণের মূল্য ছিল প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ শিল্পীদের হাতে সোনার আবরণটি তৈরি করা হয়েছিল। এই সব ২৪-ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, যা ভারতীয় গৃহস্থালিতে বর্তমানে ২২ ক্যারট স্বর্ণের চেয়ে অনেক বেশি বিশুদ্ধ। মহারাজা রঞ্জিত সিংহ স্বর্ণ মন্দিরের কবাইয়ের মধ্যে মাত্র ৭-৯ স্তর ব্যবহার করেছিলেন, ৪ বছর দীর্ঘ পুনঃ আবরণের সময়, ২৪ স্তর ব্যবহার করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণের খরচটি সম্পূর্ণভাবে দাতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্দিরের পরিস্কারকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং লঙ্গরের সেবা প্রদানের কাজগুলি স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা করা হয় যারা বিনামূল্যে কাজ করে। স্বর্ণ মন্দির শিখদের মধ্যে একেের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এটি

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, সিং সভা আন্দোলন, অপারেশন ব্লু স্টার এবং পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার সাথেও জড়িত। স্বর্ণমন্দিরের প্রাপ্তদের অভ্যন্তরে পবিত্র সরোবরের মাঝখানে অবস্থিত হরমন্দির সাহিব এবং অকাল তখতের গম্বুজগুলিতে



ইতিমধ্যেই সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারও রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সেবা সংস্থার এক প্রধান জানিয়েছেন যে প্রতিটি গম্বুজে ৪০ কেজি সোনা ব্যবহার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে তবে এটি ১০ কেজি পর্যন্ত বাড়তে পারে। স্বর্ণ মন্দিরের লঙ্গরখানা (Langar) হলো শিখ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। এটি স্বর্ণ মন্দিরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে প্রতিদিন বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হয়, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে

সম্রাট অশোক চক্রের মধ্যে দিয়ে সেই বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে স্বাধীন ভারত। সৌতম বুদ্ধের বাণীকে অবলম্বন করেই ভারত আজকে বিশ্ব শান্তির কথা বলে থাকে। কিন্তু এককালে সিন্ধু উত্কাযয় সেসব শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তার পাঠোদ্ধার করার উৎসাহ যেমে থাকে না। এবারে সিন্ধু শিলমোহর পাঠোদ্ধার করে একটি নয়া মোড় স্থাপন করলেন বেঙ্গালুরু নিবাসী বহুতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায়। তিনি ‘লোচার ডট কম’ -এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন য সিন্ধু সভ্যতার কালে মানুষেরা কোনও রকম লিপি বা ভাষা দিয়ে তাদের মনের কথা লিখতে পারতো না। এগুলি বানান নয়। এই গুলি দেবদেবীর বা মানুষের ছবি। শিলমোহরগুলিতে কর সংক্রান্ত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য লিখে রাখতো। বিভিন্ন পণ্যের দাম, বাজারে কারোর থেকে আদায় থেকে শুরু করে কার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছে, তার কাছ থেকে কত টাকা বকেয়া ডে রয়েছে এবং তার কাছ থেকে কত টাকা পাশে হয়েছে সব তথ্য লিখিবদ্ধ করে রাখতে শিল্পচিহ্ন বা অর্থচিহ্ন দিয়ে। আজ থেকে প্রায় ৪৬০০ বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা বিভিন্ন শিলমোহর ব্যবহার করতো। এই সব

এই শিলমোহরের মধ্যে যে সব ছবি উৎকীর্ণ করা হয়েছে তা কিন্তু কর সংক্রান্ত বিষয়ক। সিন্ধুলিপিওয়ালা শিলমোহর বা ট্যাবলটগুলি খাজনা আদায়ের বা বিশেষ পণ্য সক্রান্ত ব্যবসা করার ছাড়পত্র বলা যেতে পারে। সেই সময়ে বাজারে পণ্য বিক্রি হতো। বিক্রিত পণ্যগুলির ওপরে ট্যাগ বসিয়ে দেওয়া হতো। শিলমোহর বসিয়ে দিয়ে সেখান লেখা হতো কর হয়েছে সেই পণ্যের কত কর এবং কত কর পেতে হতে পারে এই পণ্য বিক্রি করে। পণ্যের ওজনের ওপরে নির্ভর করতো করের হ্রিত।। পণ্য গুণগত মান ধরে, তার ওপরে ট্যাগ বসিয়ে কর বসানোর রীতিও সেই সময়ে প্রচলন ছিল। ভারতয় পণ্য সেই সময়ে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ‘নেচার ডট কম’ পত্রিকাভেগবেষক বহুতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় পরিস্কার করে লিখেছেন, আমরা এতদিন এই সব শিলমোহরের পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে আসছি। তার মধ্যে থেকে ভাষা সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারা গিয়েছে। এগুলি কিন্তু কোনও ভাষার সমষ্টি নয়। এইগুলি এক একটি ছবি। শিলমোহরে ছবি বসিয়ে পণ্যের বস্তায় এঁটে দেওয়া হতো।

সত্যেন্দ্রনাথের যদি কেউ সার্থক উত্তরাধিকারী থেকে থাকেন, তবে সর্ব দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি কাজী নজরুল

ছেলেবেলায় গান গাওয়ার নেশায় তারেরই দলে ভেড়িয়েছেন নজরুল। তবে সেখানে গান গাওয়ার চেয়ে গান লেখাই বড় কাজ হয়ে গেল। সেই লেটের দলের গান-লিখিরের কবিতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন, এ-কথা ভেবেই বিহ্বল কাজী। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন, বস্তু আছে বলছি তো পড়ছেন, কাজী জিনিসকে বুঝা দেন না গুরুদেব। শরীর বিশেষ ভালো ছিল না সত্যেন্দ্রনাথের। চোখ নিয়ে খুব ভুগছিলেন। চোখের খুব সুরু নাড়িগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল। খুব ব্যাপাস দেখছিলেন। দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি হারানো আশঙ্কা। এই সময়ে মনের দু ংখে ‘পাখী’ কবিতাটি লেখেন সত্যেন্দ্রনাথ। ১৬২৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা (আগস্ট ১৯২১) ‘বঙ্গ ভারত পত্রিকা’য় কবিতাটি ছাপা হয় -

আজ কি আবার ফুল ধ’রেছে ডালিম গাছের ডালটাতে?
তোতা সে আজ আতা গাছের পাতায় পাতায় ফিরছে কি?
সবুজ শিখার দীপাশ্বিতা সকল শাখা থিরছে কি?
মেরো-আঁধার অন্ধকারে বধনী আঁধি সঙ্গী নেই,
ব্যথার ডালি ব্যর্থ জীবন ডুবিয়ে দিয়ে সঙ্গীতেই।
চোখে আমি ঝাপসা দেখি আফেস মরি আফসোসে,
বল্গো তোরা বসন্ত কি জাগল ধরার হ্রদ কাশে?
কালো-কোলে অন্ধকারে গলা কণ্ঠে কঁপে যাচ্ছে তান,
বল্গো তোরা বকুল চাপায়

কে ভাই তুমি সজল গলায় গাইলে গজল আফসোসের?
ফাগুন বনের নিবল আগুন লাগ্ন সোখা ছাপ পোড়ের দর্দ-আলুদা কালো-কাতর ছিন্ন তোমার স্বর শুনে ইরান মুকুৎ বিরান হ’ল এমন বাহার মরুলে।
বাশাশ-কবি! সালাম জানায় বুনা তোমার ছোট ভাই!-
কেইতে গিয়ে অক্ষতে মোর যায় ডুবে রচিত গানটি গাইলেন-
চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে

ওগো এই গঙ্গার কূলে।
প্রিয় কবি সত্যেন্দ্র নাথের স্মরণে ‘ শিরোনাম দিয়ে আর-একটি কবিতা লিখেছিলেন নজরুল-
অসত্য চলে রহিল পড়িয়া, সত্য সে এগো যত
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দলে।
চিন্তাভাবনার, দর্শনের দুই কবির মধ্যে প্রচুর মিল ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যখন লিখছেন, মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কব্ধি, পেগম্বরদেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর।, চিক সেই সূরে সুর মিলিয়ে নজরুল লিখছেন, এই হ্রদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই। শেষ করি সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে ড. সুশীলকুমার গুপ্তের পর্যবেক্ষণ দিয়ে-
সত্যেন্দ্রনাথের যদি কেউ সার্থক উত্তরাধিকারী থেকে থাকেন, তবে সর্ব দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি কাজী নজরুল।
এতদিনেই শেষ নয়। পরের দিনই একটা গান রচনা করলেন। সেই সন্ধ্যাতেই সত্যেন্দ্র নাথের স্মৃতিতে এক শোকভার আয়োজন করা হয়। সেই সত্যেন্দ্র নজরুল তার রচিত গানটি গাইলেন-
চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে

স্বর্ণমন্দিরের জাঁকজমক ছাড়াও, দর্শনাধীদের সন্তুষ্ট করে এমন একটি জিনিস হল স্বর্ণমন্দিরের লঙ্গর, যা গুরু কা লঙ্গর নামেও পরিচিত , কমিউনিটি হলে বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করা হয়, যা গুরুদ্বারে পরিবেশিত হয়। স্বর্ণমন্দির বিশ্বের বৃহত্তম কমিউনিটি রান্নাঘরগুলির



মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে পরিবেশন করা হয়। শিখ ধর্মের প্রচারের কারণে, গুরুদ্বারে চারদিক থেকে প্রবেশদ্বার রয়েছে, যা বোঝায় যে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ধর্ম বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে এখানে আসার জন্য স্বাগত জানানো হয়। কারও জন্য বৈষম্যের কোনও ভিত্তি নেই এবং সকলের সাথে সমান আচরণ করা হয়। স্বর্ণমন্দিরের লঙ্গর, যা সর্বদা একটি সুস্বাদু এবং পরিপূর্ণ খাবার, দিনের সব সময় পরিবেশন করা হয় এবং পরিবেশটি বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা করা হয় যারা সেবার অংশ হিসাবে

জেডএসআই -এর বিজ্ঞানীরা নতুন স্ম্যারাব বিটল প্রজাতির সন্ধান নিয়েছেন

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : সাময়িকপত্র জ্যুট্যান্ড-তে প্রকাশিত একটি যুগান্তকারী গবেষণায় ভারতের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে ছোট নতুন প্রজাতির সেরিসিনি বিটল (গুবড়ে পোকা) আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই) এবং জার্মানির মিউজিয়াম এ কেনিগের গবেষকদের নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্যক্তিহীন জীববৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের উদ্যোগে জোর দিয়েছে।জেডএসআই-এর গবেষক ডঃ দেবাংশু গুপ্ত, ডঃ দেবিকা হুইয়া এবং ডঃ কৈলাশ চন্দ্র এবং মিউজিয়াম এ কেনেনিগের বিজ্ঞানী ডঃ ডার্ক আরেনসকে নিয়ে গঠিত গবেষক দলটি কলকাতার জেডএসআই-এর কোলিওপটেরা বিভাগ এবং জার্মানির মিউজিয়াম - এ কেনিগের গুবরে পোকার নমুনাগুলি নিশ্চুতভাবে পরীক্ষা করেছেন। তাদের এই বিস্তৃত বিশ্লেষণ শুধু মালাদেরা, নিওসেরিকা এবং সেরিকা বিভাগের অন্তর্গত এই ছোট অজানা প্রজাতি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেনি এ বিশ্লেষণ অন্যান্য ২৮ টি প্রজাতির জন্য নতুন আঞ্চলিক তথ্যও নথিভুক্ত করেছে, যা ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধ পোকামাকড় সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে অন্য মাত্রা দেবে। এই ধরণের আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক গবেষণা আমাদের জীববৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও সংরক্ষণে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও চিহ্নিত করে। সীমাক্ষয় গোয়ায় মালাদেরা বেসালনেসিস এবং মহারাষ্ট্রে এম সেরিয়াটোপট্টাটা সম্পর্কিত নতুন তথ্যও রিপোর্ট করা হয়েছে, যা প্রজাতি বিবরণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলবে। জীববৈচিত্র্যের তাৎপর্য এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হল : আবিষ্কারগুলি ভারতের বৈচিত্র্যময় জীববৈগোলিক অঞ্চলের পরিবেশগত গুরুত্বের উপর জোর দেয়। উত্তর-পূর্ব ভারত-হিমালয়ের জীববৈচিত্র্যের হটস্পট- এই অঞ্চলটি উচ্চ প্রজাতির কীটপতঙ্গ সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এই অঞ্চলে মালাদেরা চ্যাম্পাইইরেনেসিস, নিওসেরিকা চ্যুচাঁদপুরেসিস, মালাদেরা বারসিংহ, মালাদেরা লুমলেনেসিস এবং সেরিকা সুবানসিরেনেসিসের আবিষ্কার বাস্তবতন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণা এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।কেরালা এবং পশ্চিমঘাটঃ আরেকটি উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্যের হটস্পট, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা- তাদের অনন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী জীবনের জন্য বিখ্যাত। কেরালা থেকে মালাডেরা ওডমেরে আবিষ্কার এই অঞ্চলের পোকামাকড়ের বৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করে এবং ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত চাপের মুখে সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। নতুন চিহ্নিত হওয়া গুবড়েপোকা প্রজাতিগুলি হ'ল Maladera champhaensis (মিজোরাম এর চাম্পাই এর নামে নামাঙ্কিত)। Neoserica churachandpurenis: মনিপুর এর চুরাচাঁদপুর এর নামে নামাঙ্কিত।Maladera barasingha:ভারতীয় swamp deer এর নামে নামাঙ্কিত (Barasingha),এই হিরিন প্রাণে অনেক মিল থাকার জন্য।Maladera lumaensis: অরুণাচল প্রদেশ এর লুমলার নামে নামাঙ্কিত।Serica subansiriensis: অরুণাচল প্রদেশ এর সুবানসিরির নামে নামাঙ্কিত।Maladera onam: কেরালার ওনাম উৎসব এর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে, যেহেতু ওখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।জেডএসআই-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানানো, এই গবেষণাটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সংরক্ষণের ফলাফলের অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং কীটপতঙ্গের জীববৈচিত্র্যের অনুসন্ধান এবং ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তাকে ইঙ্গিত করে। তিনি আরও বলেন, এই গবেষণাটি ট্যাক্সোনমিক স্টাডিজ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। পাশাপাশি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সচিবতাকে প্রজাতি চিহ্নিতকরণ এবং তা নথিভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করছেন। আমরা আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি আরও বাড়ানোর জন্য এবং এর সুরক্ষার কৌশলগুলি দৃঢ় করার জন্য, বিশেষত, উত্তর-পূর্ব ভারতে নমুনা সংগ্রহ প্রচেষ্টা বাড়ানোর আহ্বান জানাই।জেডএসআই-এর কোলিওপটেরা বিভাগের বিজ্ঞানী এবং অফিসার ইন-চার্জ ডঃ দেবাংশু গুপ্ত বলেন , এই গুবড়ে পোকা প্রজাতিটির বাস্তবসংস্থান এবং বিতরণ জ্ঞান বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন। সমগ্র্য কীটপতঙ্গ প্রজাতিগুলি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা, পরিবেশ বান্ধব কীটপতঙ্গ সংরক্ষণের কৌশলগুলির বিকাশ প্রয়োজন। ক্ষতিকারক রাসায়নিকগুলির উপর মানব-নির্ভরতা কমিয়ে মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয়কেই রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া, এই অঞ্চলগুলির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বাস্তব সংক্রান্ত পর্বটনের উদ্যোগকে সাদর্থকভাবে সমর্থন করে, স্থানীয় সমাজের জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে এবং পরিবেশগত স্টুম্যার্ডশিপকে উসাহিত করে। কিছু সেরিসিনা ফসল-বিরোধী কীটপতঙ্গ হিসাবে পরিচিত এবং অন্যান্য বহু কীট মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে অবদান রাখে সেটি অস্বাভাই স্বীকার। সুস্থায়ী কৃষি আনুশীলনের বিকাশ, কৃষকদের জীমিকা-বিরোধী কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য এই জ্ঞানের ফাঁকিগুলি বন্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই আবিষ্কার ভারতের জীববৈচিত্র্যকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এই পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করে।

মুর্শিদাবাদের অশান্তির নেপথ্যে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের লাগাতার উস্কানি। বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় সাম্প্রতিক তাণ্ডব ও অশান্তির ঘটনায় বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের মৌলবাদীদের সংযোগের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বর্ডার সিকিউরিটিফোর্স (বিএসএফ)। বিএসএফের গোয়েন্দা শাখার একটি বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে অরক্ষিত সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি দুক্কৃতীরা ভারতে প্রবেশ করছে। এই রিপোর্ট ইতিমধ্যে বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল (অহিজি) করণি সিং সেখাওয়াতের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদের সীমান্তের ওপারে অবস্থিত বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে এই তাণ্ডবের পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বিএসএফ ইতিমধ্যে রাজ্য পুলিশকে এই বিষয়ে সতর্ক করেছে এবং মালদহকে বিশেষভাবে নজরদারিতে রাখার পরামর্শ দিয়েছে। বিএসএফের গোয়েন্দা শাখার তৈরি এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি অরক্ষিত থাকার কারণে বাংলাদেশ থেকে দুক্কৃতীরা সহজেই ভারতে প্রবেশ করছে। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

সামসেরগঞ্জে ছেড়ে মালদহের বৈষ্ণবনগরে নদী পেরিয়ে পাড়ি শতাধিক পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, সামসেরগঞ্জ, ১৩ এপ্রিলঃ দু’দিন ধরে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ, সুতি, ধূলিয়ানা চোখের সামনে দাঁট দাঁট করে ঝলছে সাজানো বাড়ি, দেোকান, তখনছ হয়েছে ঘর-এক রাশ আতঙ্ক ঘর ছেড়ে মালদহের বৈষ্ণবনগরে চাই নিচ্ছেন বহু মানুষ। ইতিমধ্যেই প্রায় শতাধিক পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন পার্শ্বারপুর হাউসুলে। এখনও সামসেরগঞ্জে গদ্যার ধারে মালদহ এাওয়ার অস্বচ্ছা বহু পরিবার। এদিকের, আবার আতঙ্ক সামসেরগঞ্জে যেতেই চাইছেন না মাঝিরা। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সামাজির মাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। তাতেও ধরা পড়েছে সেই ছবি। নিরাপত্তাকোথায়? প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফুসছেন বাসিন্দারাও। আতঙ্কিত এক বাসিন্দা বলছেন, “পুলিশ প্রশাসন সবই আছে গ্রামে। কিন্তু ওরা তো কিছুই করে উঠতে পারছেন না। ওদের মানাছে না। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মামেমাঝে পালিয়ে যাচ্ছে।” এক মহিলা কান্দতে কান্দতে বললেন, “আমাদের কিছু নাই। রাভারান্টি সব শেষ। বাড়ি ঘর সব পুড়ে থাকা। থাকার মতো জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের।” তিন দিন ধরে তপ্ত রয়েছে মুর্শিদাবাদ। হাইকোর্টের নির্দেশে নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিএসএফ টল দিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত হঠাতে চলছে পুলিশ অভিযান। ধূলিয়ান পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

ত্রিাণ প্রেমের জের, নাবালককে পিটিয়ে খুন!

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ এপ্রিলঃ লিচুয়ায় এক নাবালককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ত্রিাণ প্রেমের জেরেই খুন করা হয়েছে ওই নাবালককে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোর লিচুয়া জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা। সম্প্রতি ওই কিশোরের সঙ্গে পাড়ায়ই এক কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। এদিকে, আছে থেকে ওই কিশোরীর সঙ্গে গোলাবাড়ি থানার বকির বাণানের আরেক কিশোরের সম্পর্ক ছিল। নতুন সম্পর্ক তৈরি হতেই দুই কিশোরের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। এর আগে একাধিকবার দুজনের মধ্যে অশান্তি হয়েছে। বাড়ার অনেকই সেরফা জানতেন। বন্ধুদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি সামাল আসে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার এ নিয়ে অশান্তি চরমে ওঠে। গত পরশু দুজনেই দু’জনের বন্ধুদের নিয়ে বামুনগাছি এলাকায় যায়। সেখানে অশান্তি শুরু হয়। বাঁশ দিয়ে বৈধাক মারার করা হয় জগদীশপুরের ওই কিশোরকে। স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। শনিবার ভা্র মৃত্যু হয়। লিচুয়া থানার পুলিশ এক অভিযুক্তকে আটক করেছে।

মুর্শিদাবাদের সীমান্তের ঠিক ওপারে রয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জ, যেখানে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির উপস্থিতি থাকতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলি পরিকল্পিতভাবে সীমান্ত পেরিয়ে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে গোয়েন্দারা মনে করছেন। বিশেষ



করে, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও ধূলিয়ান এলাকায় সাম্প্রতিক তাণ্ডবের ঘটনাগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া লুণ্ঠন ও পুলিশের উপর হামলার কৌশলের আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যেভাবে পুলিশের গাড়ি

ভাঙচুর করা হয়েছে এবং লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে, সেই একই কৌশল ভারতের মুর্শিদাবাদ ও মালদহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই কৌশলগত সাদৃশ্যের কারণে মুর্শিদাবাদ ও গোয়েন্দারা মনে করছেন, এই তাণ্ডবের পিছনে বাংলাদেশি

নজরদারি জোরদার করার পরামর্শ দিয়েছে। বিএসএফের রিপোর্টে সীমান্তের অরক্ষিত অংশগুলিকে এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কিছু অংশে বেড়া নেই বা নজরদারি



সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে টহল দিচ্ছে এবং কোনও জমায়েত দেখলেই তা হাটয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং তদন্ত চলছে। তবে,

স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। বিএসএফের তরফে রাজ্য পুলিশকে এই গোয়েন্দা রিপোর্টে ভিত্তিতে সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষ করে, মালদহ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত



সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে টহল দিচ্ছে এবং কোনও জমায়েত দেখলেই তা হাটয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং তদন্ত চলছে। তবে,

বালি মারফিয়া করছিলেন তামা পাচার, পুলিশের জালে কুখ্যাত কেবু



দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ এপ্রিলঃ অস্ত্র আইনে আর তামা পাচারের অভিযোগে দুর্গাপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার বালিমাফিয়া সুজয় পাল ওরফে কেবু। উদ্ধার দেড কুইন্টাল তামা এবং বাজোয়া বিলাসবহুল গাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা এলাকায় এমএএসপি টাউনশিপের বাসিন্দা সুজয় পাল বেআইনি বালিকারবারের সঙ্গে যুক্ত। বালি পাচারের অভিযোগে এর আগেও গ্রেফতার হয়েছিল সে। মোয়াদ শেখের পরেও আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্যটের পার্শ্বি বট জোর ধরে চালানোর অভিযোগ উঠেছিল এই সুজয় পালের বিরুদ্ধে। এবার অস্ত্র নিয়ে তামা পাচার করতে গিয়ে শনিবার রাতে দুর্গাপুর থানার পুলিশ

বিএসএফের গোয়েন্দা রিপোর্টের পর পুলিশ এখন বাংলাদেশি দুক্কৃতীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও ধূলিয়ানে সাম্প্রতিক তাণ্ডবের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। বিশেষ করে, বাংলাদেশি মৌলবাদীদের সম্পৃক্ততার খবর জনমনে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটাবে। বিএসএফ ও পুলিশের তরপরতা সত্ত্বেও, শান্তি ফিরে আসা এখনও চ্যালেঞ্জিং। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সাম্প্রতিক তাণ্ডবের ঘটনায় বিএসএফের গোয়েন্দা রিপোর্ট নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের মৌলবাদীদের সম্পৃক্ততার আশঙ্কা এবং অরক্ষিত সীমান্তের সমস্যা এই ঘটনার জটিলতা বাড়িয়েছে। পুলিশ ও বিএসএফের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। তবে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধ করতে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা এবং গোয়েন্দা তপপরতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় বাসিন্দারা শান্তির প্রত্যাশায় রয়েছেন, এবং এই ঘটনার পিছনে থাকা মূল দোষীদের চিহ্নিত করতে প্রশাসনের উপর নির্ভর করছেন।

মুর্শিদাবাদে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পৌঁছতেই ঘিরলেন এলাকাবাসী, জানালেন অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিলঃ মানুষ আতঙ্কিত। হিংসা বিধবস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। বস্ত্ত, শনিবার সন্ধ্যায় সামশেরগঞ্জে পৌঁছে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল করণি সিং শেখাওয়াত। আর এবার ঘটনাস্থলে

তখনই এগিয়ে আসেন এলাকার মহিলারা। কার্বত অভিযোগ উঠরে দেন তাঁরা। কীভাবে গোটা রাত তাঁরা কাটিয়েছেন, কী পরিস্থিতি হচ্ছে সবটাই জানিয়ে দেন তাঁরা। এ দিকে, আজ সকাল থেকে পুলিশের একটি টিম ও আধা সেনা জেরিয়েছে তল্লাশিতে। কোথাও জমায়েত দেখলেই তারা হাটয়ে দিচ্ছেন সেখান থেকে। পাশাপাশি চলছে বিএসএফের



পৌঁছলেন দক্ষিণবঙ্গ এডিজি। বস্ত্ত সামশেরগঞ্জের পরিস্থিতি সামলাতে মোতায়েন ডিএনপি পদমর্যাদার দশ জন পুলিশ অফিসার। পাশাপাশি তিনজন এসআই পদমর্যাদার আধিকারিককেও এই টিমে রাখা হয়েছে বলে নবাব সূত্রে খবর। এ দিন, ঘটনাস্থলে যেতেই সাধারণ মানুষজন তাকে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। কীভাবে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন তাঁরা, সবটাই তুলে ধরেছেন। আজ ঘটনাস্থলেই গিয়েই সুপ্রতীম সরকার প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

টহলও ধূলিয়ান পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা ও পাশের গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের নজরদারি জরি আছে বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, “আমি ভাবতেই পারিনি এমন হবে। এত বছর ধরে এখানে বাস করেছি কখনও হয়নি। আগে শুনেনি। কিন্তু এই প্রথম চোখে দেখলাম। আতঙ্কে রাতভর জেগে আছি।” এক ব্যবসায়ী বলেন, “বাড়িতে আসছে। তারপর সব ঝালিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা গাড়ি এখানে দাঁড়ানো ছিল। সেইটাও ঝালিয়ে দিল।”

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e- TENDER
ABRIDGED NIT
The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for following work : NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/043/2024-25/R BUSTEE Name of The Work : Maintenance of Road by providing KERB & Channel with Hot mix Near 42/2, 46A Kavi Sukanta Road, at Kavi Sukanta Road, 2nd Lane Bustee Area in Ward no. 103. Estimated Value (including GST & CESS) : Rs. 2,94,665.49; Earnest Money : Rs. 5,900.00; Time of Completion : 60 Days. Last Date and Time of Submission of Bid : 26.04.2025 up to 12 noon; Date and Time of Opening of Bid : 28.04.2025 at 12 noon; The bid forms and other details are available on and from 17.04.2025 From 5 p.m.; The website https://etender.wb.nic.in.
The Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for following works : 1) NIT No. : KMC/EE/C/II/64/51/24-25/D Name of The Work : Repairing of Road Surface, which disturbed by W/S Dept. at 6, West Row to 101/2 Karyia Road in Ward no. 64. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 1,32,954.37; Earnest Money : Rs. 2,700.00; Period of Completion : 30 Days. 2) NIT No. : KMC/EE/C/II/58/95/24-25/D Name of The Work : Restoration of passage and other allied works at 9/H/5 Seal Lane, 70, Christopher Road, B8/H/20 Gobinda Khatic Road etc. (Disturbed by CESC) in Ward no. 58. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,99,740.70; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of Submission of Bid : 30.04.2025 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2); Tender will be opened on : 03.05.2025 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 17.04.2025 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 & 2); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).
The Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works : 1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/034/2024-2025/R Name of The Work : Washing & Painting of Guard Rail & KERB Stone at Southern Portion of Hazra Road & Allied Civil Works due to Kalighat Sky Walk from SPM Road xing to K.G. Road xing in Ward 83. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 1,47,174.54; Earnest Money : Rs. 3,000.00; Period of Completion : 30 Days. 2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/032/2024-2025/R Name of The Work : Thorough restoration of IPS & Paver Block Footpath along H.M. Ext Road from Kalighat Fire Brigade to G.P. Road xing due to Kalighat Sky Walk in Ward 83. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,92,940.70; Earnest Money : Rs. 9,900.00; Period of Completion : 30 Days. 3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/036/2024-2025/R Name of The Work : Restoration of IPS & Paver Block Footpath disturbed by Lighting Dept. at Mahim Halder Street, Nepal Bhattacharjee Street etc. in Ward 83. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,89,149.87; Earnest Money : Rs. 9,800.00; Period of Completion : 30 Days. 4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/033/2024-2025/R Name of The Work : Repairing of Asphaltn Road surface due to Rat biting along channel stone side at Kali Temple Road & Surroundings & Allied Civil Works under Kalighat Skywalk in Ward no. 83. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,25,949.13; Earnest Money : Rs. 4,600.00; Period of Completion : 30 Days. 5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/029/2024-2025/D Name of The Work : Installation of 3 nos. New Plaque & 3 nos. Road direction board including restoration of footpath on Pratul Mukhopadhyay Sarani (Formerly Lansdowne Place) in Ward no. 85, BR-VIII. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,06,033.84; Earnest Money : Rs. 8,200.00; Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of Submission of Bid : 28.04.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 5); Date and Time of Opening of tender : 30.04.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 5); The bid forms and other details are available on and from 17.04.2025 - 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 5); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).
The Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works : 1) NIT No. : KMC/IX/071/001/2025-2026/R Name of The Work : Maintenance of Drainage by Supplying fitting and Fixing M.H. Cover, G.P. Cover, C.P. Cover & Inspection Pit Cover as and when required withing 24 hours in Ward no. 71. Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs. 2,00,000.00; Earnest Money : Rs. 4,000.00; Period of Completion : 365 Days. 2) NIT No. : KMC/IX/071/002/2025-2026/R Name of The Work : Removal of chokage by laying S.W. Line & Constructing Manhole and repairing of G.P./C.P. at Different Places in Ward no. 71. Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs. Rs. 2,00,000.00; Earnest Money : Rs. 4,000.00; Period of Completion : 365 Days; Last Date and Time of Submission of Bid : 24.04.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2); Tender will be opened on : 26.04.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 11.04.2025 - 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

ফ্যাশন ও রুপচর্চা

মুম্বাইয়ের জিও কনভেনশন সেন্টারে ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০২৫ এর আসর

এ বছর ২৫ বছর উদ্‌যাপন করল ‘ল্যাকমে ফ্যাশন উইক’। মুম্বাইয়ের জিও কনভেনশন সেন্টারে ‘ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০২৫’এর আসর বসেছিল। পাঁচ দিনের এই আয়োজনে প্রতিবারের মতো এবারও ছিল বৈচিত্র্যময় আর ব্যতিক্রমী পোশাকের বাহার। দেশি-বিদেশি ফ্যাশনশ্রেমীদের ভিড়ে জমজমাট ছিল এই উৎসব। কিছু নারী, কিছু নবীন ডিজাইনাররা অংশগ্রহণ করেছিলেন ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে। শুধু তাই নয়, এবার রাশিয়া, লন্ডনের ডিজাইনাররাও উপস্থিত ছিলেন। ল্যাকমে ফ্যাশন উইক-এর ২৫ বছরে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের পোশাকের বৈচিত্র্যময় সম্ভার ছিল। তবে এবার সার্বকি পোশাকের চেয়ে পাশ্চাত্য পোশাক বেশি দাপট দেখিয়েছে।

ল্যাকমে ফ্যাশন উইক-এর ওপেনিং শো সব সময়ই জমজমাট হয়। তবে এবার ল্যাকমে ফ্যাশন উৎসব ২৫ বছর পার করল। তাই এবারের সূচনার রাত যে আরও উজ্জ্বল হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ল্যাকমের ফ্যাশন উৎসব শুরু হয় খ্যাতনামা ডিজাইনার অনামিকা খান্নার এক অভিনব আয়োজন দিয়ে। তিনি তাঁর এই আয়োজনে নারী শক্তি আর সৌন্দর্যের মধ্যে খুব সুন্দর সমতা বজায় রেখেছিলেন। অনামিকার ‘সিলভার কলার’ শীর্ষক সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে নারীর আত্মবিশ্বাসের কথা। আয়োজনে নজর কেড়েছে কাঠামোযুক্ত ব্রাল্‌ট, কচিযুক্ত পোশাকের অলংকার, হাই-ওয়েস্টেড মেটালিক ট্রাউজার। অনামিকা এক মেটালিক আবহে মূলত কর্মরতা নারীদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন বাহারি পোশাক। এনআইএফ প্রোবাল ‘জেন নেক্সট’ শীর্ষক আয়োজনে নতুন প্রজন্মের তিন ডিজাইনারকে ল্যাকমের আসরে নিয়ে এসেছিল। নবীন মানেই নতুন কথা। ফ্যাশনের নতুন এক দিক। অভিষেক শিল্পে তার ‘কিও’ কালেকশনের মাধ্যমে নিয়ে এসেছিলেন পুরুষদের জন্য বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালীন আরামদায়ক আর রঙিন পোশাকের বাহার। এই প্রদর্শনে নজর কেড়েছে ব্যাগি প্যান্ট-শার্ট, ডোরাকাটা ট্রাউজার্সের সিগুয়েট, বড় আকারের



পকেটওয়ালা রূপড জ্যাকেট, ছাপা নকশার শার্ট। ১৮৭০ থেকে ১৯৫০-এ নেপালের রাজা রানিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল যশ পাটিলের কালেকশন। নবগত ডিজাইনারের এই প্রদর্শনে উঠে এসেছিল ইউরোপীয় স্টাইলের বহুলতা। সোমা লোচান বেনারসের তাঁহে সিল্ক ব্রোকেড, গুঁরাবাদের হাতে বোনা হিমর ব্রোকেড, পশ্চিম বাংলার ‘ওয়াস্ক কাস্টিং’সহ হারিয়ে যাওয়া নানা শিল্পকলাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ল্যাকমের আসরে এ বছর পুরুষদের ফ্যাশনের বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। ধূতি থেকে সুইম সুট সবকিছু নিয়েই হাজির ছিলেন ডিজাইনাররা। ‘দ্য বয়েজ ক্লাব’ শীর্ষক এক আয়োজনে ছিল পুরুষদের সার্বকি থেকে হাল ফ্যাশনের পোশাকের বাহারি আয়োজন। বাঙালি ডিজাইনার অভিষেক রায় তাঁর ‘নবাবস অব বেঙ্গল’ আয়োজনে বাংলার বাবু



সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে এনে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। অভিষেকের নান্দনিক পরিবেশনায় ছিল ভেলভেটের পাঞ্জাবির ওপর হাতে করা জারদৌসি কাজ, জামদানি ফুলের কাজ আর নানা ধরনের মোটিফ। ধূতির ডিজাইনেও তিনি অভিনবত্ব এনেছিলেন। ধূতি বা পায়জামার সঙ্গে পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে জারদৌসি কাজের মানানসই শাল ছিল এই প্রদর্শনে। ডিজাইনার গৌরব জাগতিয়ানির সম্ভারে ছিল নানা কার্টের লম্বা জ্যাকেট, কোটের বৈচিত্র্য। ডিজাইনার অনুরাগ গুপ্তা তাঁর পরিবেশনায় ঋতু পরিবর্তন আর মানুষের বিবর্তনের মধ্যে সুন্দর সমতা বজায় রেখেছিলেন। জনপ্রিয় দুই ডিজাইনার শান্তনু-নিখিল ‘ফ্যাশন’ আর ‘কমিউনিটি’-র মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ফিউশন উপহার দিয়েছেন। তাঁরা এই মধ্যে উন্মুক্ত করেছিলেন ‘পিয়াজা নোভা’ কালেকশন। এই কালেকশনে ছিল এমরয়ডারি করা কোট আর স্টাইলিশ জ্যাকেট। শিবান-নরেশ এক রঙিন আয়োজনে উন্মুক্ত করেছিলেন ‘আর্টিস্টিক রিসোর্ট কালেকশন’। তাঁদের ক্যানভাস ছিল শিবান-রঙের আঁচড়ে উজ্জ্বল। শিবান-নরেশ তুলে ধরেছিলেন পুরুষদের জন্য রঙিন কোর্ডিনেটেড সেট, জাম্প সুট, পঞ্চ, রোব, সুাইম ট্রাক্স। রিসোর্টের জন্য ছিল ভেস্ট, শ্যাক্‌ট, শার্ট, পোলো। তাঁদের রিসোর্ট সম্ভার অনুপ্রাণিত ছিল বিখ্যাত ফরাসি শিল্পী ফার্নান্দ

লেগার দ্বারা।

নিক্কিন থেকে ট্রেডি শাডি গ্রীষ্মের ট্রেডি পোশাকের অভিনব আয়োজন ছিল সত্য পলের সংগ্রহে। রং, ডিজাইন, ছাপা নকশা সবকিছুতেই ছিল ‘রোমান হলিডে’-র মেজাজ। টিউনিক, কাফতান, ড্রেস, ফুল হাতা ব্লাউজের সঙ্গে রঙিন বা সাদা-কালো শিফনের শাডি নজর কেড়েছিল। ডিজাইনার রীনা সিংয়ের ব্র্যান্ড ‘একা’ ল্যাকমের মধ্যে নিয়ে এসেছিল ‘দ্য রাইট অব প্টিংং’ শীর্ষক এক চোখজুড়ানো আয়োজন। তাঁর এই আয়োজন রাজস্থানের জয়পুরের রাজকীয় আমের কোর্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত। রীনার পরিবেশনায় সিল্ক, সূতি, অরগঞ্জা, শীর সূতির হাল ফ্যাশনের পোশাকের ওপর রাজ ঘরানার নানা মোটিফ ধরা পড়েছিল। ডিজাইনার মহম্মদ মজহার নিজের শহর শাহরানপুরের কাহিনি তুলে ধরেছিলেন। শাহরানপুর ‘উডেন সিটি’ নামে খ্যাত। কাপড় আর কাঠ দিয়ে কীভাবে পোশাক তৈরি করা যায়, তা মহম্মদ মজহার এই আয়োজনে প্রদর্শন করেছিলেন। মজহারের এই কালেকশন ফ্যাশন দুনিয়ার সামনে নতুন এক দরজা খুলে দিয়েছে। খ্যাতনামা দুই ডিজাইনার ফান্ডুনী শেন পিকক এবং লুফখানাসা ল্যাকমের আসরে উন্মোচন করেন সাহসী এবং উজ্জ্বল সংগ্রহ। ‘অল ইট টেকস ইজ আ ইয়েস’ শীর্ষক এই আয়োজনে ‘ফ্যাশন’ আর

ইউরোপে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ দাবি

তোহরান, ১৩ এপ্রিলঃ ইউক্রেনে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই পাইপলাইন দিয়ে রাশিয়া থেকে গ্যাস ইউরোপে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন খবরে এ তথ্য উল্লেখ করে ট্রাম্প প্রশাসনের এমন চাওয়াকে ঔপনিবেশিক ধারার নিপীড়ন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি খনিজ চুক্তি সই নিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করতে গত শুক্রবার বৈঠক করেন দুই দেশের কর্মকর্তারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চান, তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের শাসনামলে ইউক্রেনকে দেওয়া অস্ত্র সহায়তার ‘বিনিময়ে’ কিয়েভ যেন তার প্রাকৃতিক সম্পদের মজুত যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়। খবরে বলা হয়, ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা ক্রমেই বেশি বিদ্বৈষপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে হোয়াইট হাউসের দেওয়া খসড়া প্রস্তাবে আগের চেয়ে অনেকে বেশি দাবি করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসন ইউক্রেনের কাছে তেল ও গ্যাসের পাশাপাশি তার ৫০০ বিলিয়ন ডলার সম্মুেলার বিরল খনিজ সম্পদ দেওয়ার দাবি জানায়।



হারিয়ে যেতে। সাক্ষা-কিম্বা তাই এই উৎসবে নিয়ে এসেছিলেন ছুটির মেজাজ। তাঁদের ‘দ্য সানস্‌টপার পাণ্ট’ কালেকশন গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী আদালাজ স্টেপ ওয়েল দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ফুলের নানা মোটিফ, জ্যামিতিক প্যাটার্ন ধরা পড়েছিল হালকা শিফন, সূতি, সাতিনের কাফতান, ব্রিজি জ্যাকেট, ড্রেস, সুইম ওয়ার-এর ওপর। ডিজাইনার তরুণ তাহিগিয়াবির প্রদর্শনে নজর কেড়েছিল লিনেনের ওপর হাতে করা চিকন কারির কাজ আর রাবারি ক্র্যাক। ডিজাইনার নন্দতা যোশিপুরা এবং আরএলান যৌথভাবে নিয়ে এসেছিলেন টেকসই পোশাকের এক ব্যতিক্রমী আয়োজন। বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ দিয়ে বানানো স্পোর্টস, জিম, হোটেল লুডেজ, এয়ারপোর্ট পোশাকের বৈচিত্র্য ছিল তাঁদের এই মনোগ্রাহী পরিবেশনায়।

প্রয়াত প্রবীন সাংবাদিক গোসাই চন্দ্র দাস

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি,১৩ এপ্রিলঃ খাস সমাচার পত্রিকার সম্পাদক এবং ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি গোসাই চন্দ্র দাস গত রাতে প্রয়াত হয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আইজেরে হুগলি জেলার সাধারণ সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ তৌধুরি সহ অন্যান্য কলকাতা এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি সর্দাদা হাসি খুশি মনের মানুষ ছিলেন তাই সবার কাছে প্রিয় ছিলেন গোসাই দা হিসাবে। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে খাস সমাচার নামক পাক্ষিক পত্রিকাটির প্রকাশ করে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে রাজ কমিটির ও সদস্য হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিলোনিয়ায় সাত বাংলাদেশি নাগরিক আটক

বিলোনিয়া, ১৩ এপ্রিলঃ সাতজন অনুপ্রবেশকারি বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানার অধীন মনুরমুখ তবলাবাড়িতে।

ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হলে বারো দিনের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। রবিবার বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে জানিয়েছেন, শনিবার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে কিছু বাংলাদেশি নাগরিক আমজাদনগর সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশের একটি টিম মনুরমুখ তবলাবাড়ি এলাকায় যানবাহন তল্লাসিতে বসে। টিআর ০৮এ৪২২৪ নম্বরের একটি ইকো গাড়ি পুলিশের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পুলিশের টিম ওই গাড়িতে যাত্রী হিসেবে যাদেরকে পেয়েছেন তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশি নাগরিক। পুলিশ ইকো গাড়ির চালক রাজু বিশ্বাস সহ বাংলাদেশি নাগরিকদের থানায় নিয়ে আসে। ওসি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন তারা বাংলাদেশি। দালাল মারফত তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে। দালালই তাদেরকে গাড়ি ভাড়া করে দিয়েছে আগরতলায় যাওয়ার জন্য। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকিরা জানিয়েছে তারা

Name Change
I, Susanta Kumar Manna (old name) C/O Jayadeb Manna, residing at Purba Badalpur, P.O.- Pichhabani, P.S.- Contai, Purba Badalpur, East Medinipur, Pin- 721455, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sushanta Manna (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Sushanta Manna (new name) and Susanta Kumar Manna (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jayadev Manna (old name) C/O Atul Chandra Manna, residing at Purba Badalpur, P.O.- Pichhabani, P.S.- Contai, Purba Badalpur, East Medinipur, Pin- 721455, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jayadeb Manna (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Jayadeb Manna (new name) and Jaydev Manna (old name) both are same and identical person.

ফল, মিষ্টি ও ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করলেন মেয়র

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ঃ রাজধানী আগরতলায় চৈত্র মেলায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিচ্ছে ফল, মিষ্ট এবং ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করলেন আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত চৈত্র মেলায় কাউকেই টাকার বিনিময়ে জায়গা দেওয়া হয়নি। টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের প্রচার শুনে থাকলেও কোন অভিযোগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে পাননি বলে জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। রবিবার রাজধানীর ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এবং শকুন্তলা রোড এলাকায় চৈত্র মেলায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি এবং ঠান্ডা পানীয় বিতরণের উদ্যোগে গ্রহণ করেন আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর তথা সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত। এদিন কর্পোরেটর রত্না দত্ত, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ও অন্যান্যরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে ফল, মিষ্টি এবং ঠান্ডা পানীয় তুলে দেন। এই প্রসঙ্গে মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার জানান, প্রতি বছরের মত এবারও রাজধানীর শকুন্তলা রোড এবং ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিয়ে চৈত্র সেলের আয়োজন করেছে আগরতলা পির নিগম। লটারির মাধ্যমে প্রায় ৪০০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট স্থানে ১ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ব্যবসা করার জন্য বিনামূল্যে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

Name Change
I, Soumitra Mistry (Old Name) son of Manaranjan Mistry, residing at Vill-Noorpur, Janapara, P.O.-Noorpur, Ramnagar, Pin- 743368, Dist-Diamond Harbour, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Soumitra Mistry (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/04/2025. Soumitra Mistry (New Name) and Soumitra Mistri (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SIBSANKAR PAL S/O SRI INDRANARAYA PAL, R/O VILL- AILAKUNDI, PO-KENDUADIHI, BANKURA, 722102, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIBSHANKAR PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025. THAT SIBSANKAR PAL AND SHIBSHANKAR PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, CHABITA PAL PAL/W/O SHIBSHANKAR PAL,R/O VILL- AILAKUNDI,P.O-KENDUADIHI, BANKURA,722102, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHHABIRANI PAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT CHABITA PAL PAL AND CHHABIRANI PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Pradiip Kumar Kundu (old name) S/O Nandalal Kundu, residing at Millennium Apartment, 23 Kalibari Lane, Jadavpur, Kolkata- 700032, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Pradiip Kundu (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Pradiip Kundu (new name) and Pradiip Kumar Kundu (old name) both are same and identical person

Name Change
I,Hasem Ansari (Old name) S/O- Jalaluddin Ansari, Resident at, Vill-Purbapara, Po-Raipur, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, 742303, I have changed my name to Hasen Ansari (New name) I shall be known as Hasen Ansari vide affidavit before the Notry at Berhampore on 11/04/2025 Hasen Ansari and Hasem Ansari same and one identical person.

পোশাকের ধরন ও উপকরণ অনুযায়ী বাছা হয় বোতাম



পোশাকের ওপর সূতা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ছোট বোতামটি। দেশতে নিরীহ মনে হলেও, এই অমু্যধ্বটির কাজ অনেক। পোশাকের নানা অংশকে একে অপরের সঙ্গে আটকে রাখার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বাড়িয়ে তোলে। অনেক সময় প্রয়োজন না থাকলেও শুধু সজ্জার জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে বোতামকে। এটি পরিচিত শো বোতাম হিসেবে। ভিন্নধর্মী নকশার বোতাম পোশাকে আনে বৈচিত্র্য। তবে শুধু পোশাকই নয়, ব্যাগ, জুতা এমনকি গয়নাতেও দেখা যাচ্ছে বোতামের ব্যবহার।

পোশাকের ধরন আর উপকরণ অনুযায়ীও বেছে নেওয়া হয় বোতাম। আজকাল জমকালো পোশাকে কাজ বোতাম ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া পোশাকের নকশায় ভারী কাজ থাকলে দেখা যায় সোনালি ও রূপালি রঙের ধাতব বোতাম। এ ধরনের বোতামের ব্যবহার পোশাকে আনে আভিজাত্য। প্লাস্টিকের বোতাম পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। পরিবেশের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে নতুন প্রজন্মের ডিজাইনাররা বেছে নিচ্ছেন পরিবেশবান্ধব উপাদানে তৈরি বোতাম। ব্যবহার



ডিজাইনার জানান তিনি একবার তাঁর একটা সংগ্রহে পুরোনো ও বাতিল বোতাম ব্যবহার করেছেন। বোতামের ওপর কাপড় পেঁচিয়ে ব্যবহারের প্রচলনও বেশ পুরোনো। একসময় যেকোনো কাপড়ই বোতামে জড়িয়ে নেওয়া হতো, তবে আজকাল সেই কাপড়ের বোতামের নকশাতেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জানালেন, কাপড়ের বোতামে করা হচ্ছে হাতের কাজ ও স্ক্রিন প্রিন্ট। এসব বোতামে কাপড়ের ভেতর থাকছে তুলা অথবা নারকেলের খোলা। এ

ছাড়া আমাদের ঐতিহ্যবাহী নকশাকাথার নকশা করা বোতামের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে দেশীয় পোশাকে। বাজার ঘুরে দেখা গেল বোতামের আকৃতিতেও এসেছে নতুনত্ব। প্রচলিত গোল আকৃতির বোতামের পাশাপাশি এখন দেখা মিলছে বর্গাকৃতি, ত্রিভুজ আকৃতি, ষড়ভুজ আকৃতি, পাতার আকারসহ বিভিন্ন ধরনের বোতাম। কারুকার্যখচিত দস্তা খাদের তৈরি বোতাম ব্যবহার করা হচ্ছে শার্টের হাতায়। নারীদের পশ্চিমা ধাঁচের পোশাকে সাধারণ আকারের চেয়ে কিছুটা বড় আকারের বোতাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

এসব বোতামে দেখা মিলছে বিভিন্ন ধরনের পুঁতি ও পাথরের। শো বোতাম হিসেবে ঝুমকার মতো বোতামের দেখাও মিলছে। শুরুতে যে কথা বলা হয়েছে, এখন তো সে কথা বলাই যায়, বোতাম শুধু এখন আর কাপড় আটকে রাখার কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে না, বোতাম নিজেই ফ্যাশনের অনুষঙ্গ বটে।

ত্বক উজ্জ্বল রাখতে লেবুর খোসা দারুণ কার্যকর

লেবুর রস বের করে নেওয়ার পর খোসাটা হয়তো ফেলে দেন অনেকেই। তবে লেবুর খোসা দারুণ উপকারী এক প্রাকৃতিক উপাদান। ভিটামিন সি়র খুব ভালো একটি উৎস লেবুর খোসা। ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। ত্বক কিংবা চুলের সুস্থতার জন্য তো বটেই, শরীরটাকে চিকিটাক রাখতে ভিটামিন সি প্রয়োজন সবারই। লেবুর খোসা খেয়ে নেওয়া তাই নিঃসন্দেহেই চমৎকার অভ্যাস। রূপচর্চায়ও আলাদাভাবে লেবুর খোসা কাজে লাগতে পারেন।

সৌন্দর্যচর্চায় লেবুর রসের ব্যবহার সম্পর্কে অনেকেই জানেন। তবে চুল ও ত্বকে খুব সহজে লেবুর খোসা প্রয়োগ করা যায়। ত্বক এবং চুলের গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোলাজেন। এই কোলাজেন তৈরির জন্য ভিটামিন সি আবশ্যক, যা আপনি সহজেই পেয়ে যাবেন লেবুর খোসা থেকে। ত্বকের



দাগছোপ দূর করতে লেবুর খোসা যেমন কার্যকর, তেমনি ত্বকে বয়সের ছাপ কমাতেও তা সহায়ক। চুলেও ব্যবহার করতে পারেন লেবুর খোসার প্যাক।

দাগছোপ কমাতে
লেবুর রস বের করার পর খোসাটি ধুয়ে ফেলুন। ভেতরের পাতলা সাদাটে আবরণ ফেলে দিন। এবার ত্বকে লেবুর খোসা

ঘষে নিন। রোজ ত্বকে এভাবে লেবুর খোসা মালিশ করলে ধীরে ধীরে ত্বকের দাগছোপ এবং কালচে ভাব কমে আসবে। রোদে পোড়া ভাবও কমে যাবে। চাইলে ত্বকে লেবুর খোসা ঘষার আগে খোসাটির ভেতরের অংশে সামান্য মধু লাগিয়ে নিতে পারেন। ত্বক উজ্জ্বল দেখাবে।

ত্বকে বয়সের ছাপ কমাতে

চুলের যত্নে লেবুর খোসা
লেবুর খোসা গ্রেভ করে পরিমাণমতো নারকেল তেল বা জলপাই তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ মাথার ত্বক ও চুলে ভালোভাবে মালিশ করুন। মিনিট দশেক পর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন এই প্যাক ব্যবহার করলে চুল হবে মজবুত ও মসৃণ। চুল ভেঙে যাওয়া, চুলের আগা ফাটা এবং চুলের

রুক্ষতার সমস্যা এই প্যাক হতে পারে এক সহজ সমাধান। প্রাণবন্ত চুল পেতে যে কেউই এটি ব্যবহার করতে পারেন।

শেষ কথা
লেবুর রসের চেয়ে লেবুর খোসার উপকারিতা যে অনেকটাই বেশি, তা তো বুঝতে পারছেন। নিতান্তই কম খরচে বহু উপকার মিলবে এই সহজলভ্য উপকরণটি থেকে। তবে সৌন্দর্যচর্চায় লেবুর খোসা ব্যবহার করতে চাইলে কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। লেবুর রস বের করে নেওয়ার পর লেবুর খোসা অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নেন। নইলে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। ব্যবহার করার আগে লেবুর খোসার ভেতর দিকের পাতলা সাদাটে আবরণটি ফেলে দেন। ত্বকে ব্রণ থাকলে লেবুর খোসা ব্যবহার না করাই ভালো।

দ্বিমুকুট জয়েও নির্লিপ্ত!

নতুন ভাবনা জানিয়ে দিলেন
বাগান কোচ হোসে মোলিনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ “আমাদের সূর্য মেকন-নাল্ডির যোগ সবুজ ঘাসে-আমাদের খুঁজলে পাবে-সোনায় লেখা ইতিহাসে।” মোহনবাগানকে নিয়ে তৈরি ‘এগারো’ সিনেমায় ব্যবহৃত এই গানের লাইন অতি জনপ্রিয়। মোহনবাগান সমর্থকদের বাড়তি এনার্জি দেয়। আরও একবার ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে সবুজ-মেরুন। আইএসএল লিগ শিল্ডের পাশাপাশি নকআউট ট্রফিও জয়। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে এই নজির। দ্বি-মুকুটেও নির্লিপ্ত মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা। মরসুম এখনও বাকি। পরবর্তী মরসুম নিয়েও ভাবনার কথা জ্ঞানালেন। কী বলছেন মোহনবাগান কোচ?

আইএসএল নকআউট ট্রফি জয়ের একাধিক প্রস্তোর উত্তর দিয়েছেন মোলিনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়া, তারপর রুদ্দশাস জয়। মোলিনা বলেছেন, “বিরতিতে সাজঘরে ফুটবলারদের বোঝাই নিজেদের খেলায় ফোকাস করার জন্য। নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখাটাই আসল। অতিরিক্ত চাপ নিতে বারণ



করেছিলাম। গেম প্ল্যান অনুযায়ী খেলার যে বার্তা দিয়েছিলাম সেটা ওরা দ্বিতীয়ার্ধে করে দেখিয়েছে।” মোলিনা নিজের সাফল্য সম্পর্কে বলেন, “এটাই আমার জীবনে কোচ হিসেবে সব থেকে বড় সাফল্য কিনা জানি না। প্রতিদিনই শেখার চেষ্টা করছি। নিজেকে আরও উন্নত করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করি। মোহনবাগান দলের হয়ে একই মরসুমে দুটি ট্রফি জয় আমার কাছে বড় সাফল্য। যদিও হৃৎকণ্ঠে কোচিগিরি আমার সময় আমি এক মরসুমে তিনটে ট্রফি জিতেছিলাম।” মরসুম এখনও বাকি। আগামী মরসুমের ভারনাও শুরু করে দিয়েছেন মোলিনা। আগামী মরসুমেও কি মোহনবাগানেই থাকছেন? মোলিনা বলেছেন, “পরের মরসুমে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনই কিছু বলব না। ক্লাবের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি হয়েছিল। এর পর কী হয় দেখা যাক। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসবো। তবে আগামী মরসুম আরও কঠিন হবে, এইটুকু বলতে পারি। এ মরসুমে এখনও সুপার কাপ বাকি।”

প্যালেস্তাইনের
শিশুদের পাশে
দাঁড়াতে তহবিল
ঘোষণা মুলতান
সুলতানসের

মুলতান, ১৩ এপ্রিলঃ টি-২০ ক্রিকেটের বিনোদনের সঙ্গে জুড়ে গেল যুদ্ধবিরোধিতার বার্তা। বার্তা দিল পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ত্র্যর্থধর্মি মুলতান সুলতানস। চলতি টুর্নামেন্টে তাদের খেলোয়াড়দের মারা প্রতিটি ছক্কা পিছু এক লক্ষ টাকা অনুদানের ঘোষণা করেছেন দলের মালিক আলি খান তারিন। সেই অনুদানের টাকা ইজরায়েলি হামলার শিকার গাজার প্যালেস্তাইনি শিশুদের জন্য ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গতকাল মুলতানের প্রথম ম্যাচেই ১৫ লক্ষ টাকা এসেছে। এরপর আরও ৯টি ম্যাচ খেলতে তারা। এই নিয়ে একটি ডিডিও-বার্তায় তারিন বলেন, “এবারের পিএসএলে আমরা প্যালেস্তাইনকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ব্যাটারদের মারা প্রতিটি ছক্কা এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। বোলাররাও এতে অংশ নিতে চেষ্টাছেন। আপাতত ঠিক হয়েছে, প্রতিটি উইকেটে এক লক্ষ টাকা চ্যারিটিতে দান করা হবে। এই অর্থ যাবে প্যালেস্তাইনের ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের তহবিলে।”

কাশভি গৌতমকে ‘বিশেষ’
উপহার হার্দিকের, জুটল
জাতীয় দলে সুযোগের স্বীকৃতি



মুম্বই, ১৩ এপ্রিলঃ মেয়েদের ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ খেলা চলাকালীন প্রিয় ক্রিকেটার হার্দিকের সঙ্গে দেখা হয় কাশভি গৌতমের। সেই আলোপের ফাঁকেই কাশভির সতীর্থরা একযোগে জানান, হার্দিক তার এতটাই প্রিয় যে, ব্যাটে লিখে রেখেছেন ‘এইচপি৩’। টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডারের নামের আদ্যক্ষর ও জার্সির নম্বর মিলিয়ে এই সংকেত-নাম। তার ভক্ত কাশভি, যিনি গুজরাত জায়ান্টসের হয়ে খেলেন, সম্প্রতি মেয়েদের জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। বছর একুশের তরুণী খেলোয়াড়ের অনুগতরা দেখে আত্মতৃপ্ত হার্দিক তাঁকে বিশেষ ব্যাট বানিয়ে ‘উপহারের’ কথা দেন। পাশাপাশি এও জানান, ওই ব্যাটের ওজন হবে ১ কিলো ১১০ গ্রাম (১১০০ গ্রাম)। কারণ হার্দিক নিজেও এই একই ওজনের ব্যাট নিয়ে খেলতে নামেন। এরপর সময় গড়িয়েছে। কিন্তু নিজের আশ্বাসের কথা ভোলেননি হার্দিক পাণ্ডিয়া। ব্রেক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। জাতীয় দলে কাশভি সুযোগ পেয়েছেন জেনেই তার হাতে তুলে দেন সেই ব্যাট। সেটাও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে নামার আগে। প্র্যাকটিসের পর হাজির হন কাশভি গৌতম। তখনই বিশেষ উপহার হাতে তুলে দেন হার্দিক। বলেন, “প্রথমবার (জাতীয় দলে) ডাক পাওয়ার জন্য শুভেচ্ছা। প্রথমে দেখে নাও। পছন্দ না হলে ফিরেও দিও।” চলতি বছরের শেষ পর্বে দেশে বসতে চলেছে মেয়েদের বিশ্বকাপের আসর। সেখানে দলে সুযোগ পেয়েছেন কাশভি গৌতম। সৌজন্যে মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগে দূরন্ত পারফরম্যান্স। গুজরাত টিমের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। ন’ম্যাচে নিয়েছেন ১১টি উইকেট। পাশাপাশি ব্যাট হাতেও দলকে ম্যাচ-জেতানো অনেকগুলি ইনিংস উপহার দেন।

বেঙ্গালুরু এফসির
ফুটবলার নাওরেম
রোশনের দিকে
নজর মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ গত কয়েক মরসুমের মতো এবারও দারুন পারফরম্যান্স থেকেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ফাইনালে উঠে ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হলেও সেই হতাশা তুলে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি মোহনবাগানের। এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অনবদ্য পারফরম্যান্স করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল দলের সকল ফুটবলারদের। তবে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ময়াদানের। এই প্রধানের। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই নিজেদের পুরনো ছন্দে ধরা দিয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। একের পর এক ম্যাচে খুব সহজেই এসেছে জয়। যারফলে একটা সময় পয়েন্ট টেবিলের



কিছুটা নিচে থাকতে হলেও সেখান থেকে উপরে উঠে আসতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। এমনকি অন্যান্য বছর গুলির মতো এবারও হাইড্রোজেন ডার্বি ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম থেকেছে মোহনবাগান। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়েছে সবুজ-মেরুন। যারফলে অনায়াসেই টুর্নামেন্টের লিগ শিল্ড জয় করে ফেলেছিল মেরিনাররা। টানা দুইবার এই খেতাব জয়ের বেকর্ড

নাম উঠেছে শুক করে নানা মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে এবার ব্যাপকভাবে শোনা যাচ্ছে নাওরেম রোশন সিংয়ের নাম। বর্তমানে জেরার্ড জারাজোর বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন বছর ছাব্বিশের এই ফুটবলার। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত তার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাবের। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাকি ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে দলে টানতে মরিয়া মোহনবাগান। শেষ পর্যন্ত আদৌ তা সম্ভব হয় কিনা এখন সেটাই দেখার।

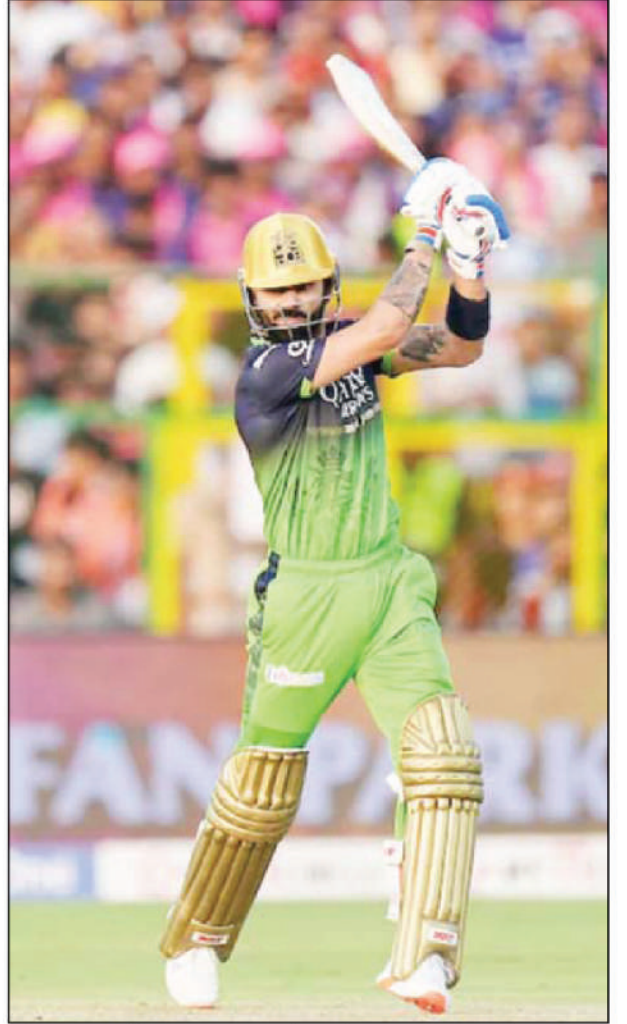
সল্ট, বিরাটের অর্ধশতরান

১৫ বল বাকি
থাকতেই রাজস্থান
বধ আরসিবির

জয়পুর, ১৩ এপ্রিলঃ চলতি আইপিএলে চেম্বাই সুপার কিংসের ফিল্ডিং বার বার কাঠগড়ায় এসেছে। প্রতিটি ম্যাচে একাধিক ক্যাচ ছেড়েছে তারা। ফিল্ডিংয়ের সময় বল ফস্কেছে বার বার। সেই একই ‘রোগ’ রাজস্থান এবং বেঙ্গালুরুও হল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। রবিবার রাজস্থানকে ৯ উইকেটে হারাল বেঙ্গালুরু। তবে চিন্তা থেকে গেল দু’দলের ফিল্ডিং নিয়েই। রাজস্থানের ইনিংস চলাকালীন বেঙ্গালুরুর ফিল্ডারেরা যে ভাবে একের পর এক বল ফস্কেছেন তা প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। সহজ সহজ ক্যাচও ধরতে পারেননি। এমনকি কোহলির হাত থেকেও ক্যাচ ফস্কেছে। ১৭তম ওভারের শেষ বলে সুযশ শর্মা’কে তুলে মেরেছিলেন ধ্রুব জুরেল। লং-অফে লোপা ক্যাচ ফেলে দেন কোহলি। তার আগে যশ দয়ালও একই কাজ করেন। এ বার সুযশের বলে রিয়ান পরাগ চালিয়েছিলেন। দয়াল দৌড়ই শুরু করেন দেরিতে। শেষ মুহূর্তে ক্যাচ ধরার চেষ্টা করলেও আঙুলের ফাঁকে লেগে বল চার হয়ে যায়। তার ঠিক আগের বলেই জিতেশের সামনেও একটি সুযোগ এসেছিল। তিনি সেটি কাজে লাগাতে পারেননি। এর উল্টো চিত্রও রয়েছে। ১৩তম ওভারের শেষ বলে ঘটনাটি ঘটেছে। জুলাল পাণ্ডিয়ার বল ডিপ মিড উইকেটে পাঠিয়েছিলেন যশদী। শরীর ছুড়ে দিয়ে সেই বল নিশ্চিত ছয় হওয়া থেকে আটকান সল্ট। মাত্র এক রান পান যশদী। বেঙ্গালুরুর যদি এই অবস্থা হয় তা হলে পিছিয়ে ছিল না রাজস্থানও। তারা একই ওভারে ফিল সল্ট এবং কোহলির ক্যাচ ফেলেছে। এই দু’জনই ম্যাচ জিতিয়েছেন বেঙ্গালুরুকে। চতুর্থ ওভার করতে আসেন সন্দীপ শর্মা। তার প্রথম বল তুলে মারেন। লং-অনে সহজ ক্যাচ ফেলে দেন যশদী। বল তালুবন্দি করে দেন যশদী। বাল তালুবন্দি করলেও কন্ডি মাটিতে ধাক্কা খাওয়ায় বল হাত থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বল বোলারের প্রান্তে ছুড়ে দেন যশদী। সন্দীপ উইকেটের কাছে ছিলেন না। থাকলে

বল ধরে উইকেট ভেঙে দিতে পারতেন। শেষের দিকে মাহিশ খিকশানা আরও একটি সহজ ক্যাচ ফেলেন। বেঙ্গালুরুর জয়ে আবার নায়ক হয়ে থাকলেন সল্ট এবং কোহলি। আরও একটা অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতল বেঙ্গালুরু। শুরু থেকে আগ্রাসী মেজাজে খেলতে থাকেন

বিশেষত সঞ্জু স্যামসন রান পাবেন। এখনও পর্যন্ত ওই পিচে খেলে তিনি কখনও আউট হননি। তার কিছু ক্ষণ পরে রিয়ান পরাগ জানান, রান তুলতে গেলে পরিশ্রম করতে হবে। ম্যাচ শুরুর পর দেখা গেল রিয়ানের কথাই ঠিক। শুরু থেকেই রাজস্থানের ব্যাটারেরা খুব একটা



সল্ট। দু’বার জীবন পাওয়ার পূর্ণ সন্ধানবার করে যান। ৩৩ বলে ৬৫ করে আউট হন সল্ট। কোহলি অপরাধিত থাকেন ৪৫ বলে ৬২ রানে। ভাল খেলেন দেবদত্ত পাণ্ডিকলও। তিনি ২৮ বলে ৪০ রানে অপরাধিত থাকেন। তার আগে যশদীর সৌজন্যে লড়াই রান তোলে রাজস্থান। বাকি ব্যাটারেরা উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি। কঠিন পিচে রান তোলাও সহজ কাজ ছিল না। জয়পুরের দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে খেলতে নেমেছিল দুই দল। ম্যাচের আগে দুই বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, এই পিচে ভাল রান ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুবিধা করতে পারেননি। ভুবনেশ্বর কুমার এবং জশ হেজলউড চাপে রেখেছিলেন সঞ্জু এবং যশদীকে। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে মাত্র একটি ওভারে ১০-এর বেশি রান তোলে রাজস্থান। জীবন পেয়েও খুব ভাল খেলতে পারেননি রিয়ান। তাঁকেও রান করতে পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। দয়ালের বলে বিরাট কোহলির হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। তবে অর্ধশতরানের পর চালিয়ে খেলার চেষ্টা করছিলেন যশদী। তিনি ফেরেন ১৬তম ওভারে। হেজলউডের বল প্যাডে লাগার পর পরিষদ বোঝাই যাচ্ছিল আউট। তবু যশদী একটি রিভিউ নষ্ট করেন।

আই লিগে বিতর্ক! দুই দলই
নিজেকে চ্যাম্পিয়ন দাবি করছে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফুটবলের জগতে শেষ ম্যাচের সপ্তাহ সবসময়ই উত্তেজনা ও নাটকীয়তায় ভরপুর। ভক্তরা তাদের প্রিয় দলের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে গণনা করেন, সম্ভাব্য ফলাফলের হিসাব-নিকাশে মেতে ওঠেন। কিন্তু আই-লিগ ২০২৪-২৫ মরসুমের সমাপ্তি এমন এক নাটকীয় মোড় নিয়েছে, যেখানে শিরোপা নির্ধারণ হচ্ছে না ম্যাচে, বরং আদালতের রায়ের অপেক্ষায়। চার্লিস ব্রাদার্স এবং ইন্টার কাশি-দুই দলই নিজেদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে, কিন্তু অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) আপিল কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে চূড়ান্ত ফলাফল। এই ঘটনা শুধু ভারতীয় ফুটবলের জন্যই নয়, বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসেও একটি বিরল নজির হয়ে থাকবে।

● আই-লিগের শেষ ম্যাচের নাটকীয়তা
আই-লিগের এই মরসুমে শিরোপার দৌড়ে ছিল চারটি দল-চার্লিস ব্রাদার্স, ইন্টার কাশি, রিয়াল কান্দীর এবং গোল্ডেন কেরালা। শেষ ম্যাচের দিনে চার্লিস ব্রাদার্স রিয়াল কান্দীর বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে সাময়িকভাবে শীর্ষে থাকে। অন্যদিকে, ইন্টার কাশি রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইনজুরি টাইমে দুটি গোল করে ৩-১ গোলে জয়লাভ করে ৩৯ পয়েন্ট অর্জন করে। তবে, ইন্টার কাশির শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা এখন নির্ভর করছে গত ১৩ জানুয়ারি নামখারি এফসির বিরুদ্ধে তাদের ০-২ গোলে হারের ম্যাচের উপর। ইন্টার কাশি দাবি করেছিল, নামখারি অযোগ্য খেলোয়াড় ক্রেডেন্স কান্ডার্লো ডি সিলাভা (জেগোল) ম্যাচে নামিয়েছিল, যিনি চারটি হলুদ কার্ডের জন্য সাসপেনশনে থাকার কথা ছিল। এআইএফএফের ডিসপ্লিনারি কমিটি প্রথমে ইন্টার কাশির পক্ষে রায় দিয়ে ম্যাচের ফল ৩-০ করে দেয়, যা তাদের ৪২ পয়েন্ট নিয়ে যেত। কিন্তু নামখারি আপিল করলে মার্চ মাসে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। এখন এআইএফএফ আপিল কমিটি ১২ এপ্রিল এই বিষয়ে শুনানি করবে, যা শিরোপার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

● ম্যাচের বাইরে শিরোপা নির্ধারণের
ইতিহাস

বিশ্ব ফুটবলে এমন ঘটনা নতুন নয়, যেখানে ম্যাচের ফলাফলের পরিবর্তে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা আইনি লড়াই শিরোপা নির্ধারণ করেছে। এই ধরনের ঘটনা ফুটবলের চেতনার বিরুদ্ধে গেলেও, এগুলোই খেলাটির নাটকীয়তা বাড়ায়। আই-লিগের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় কিছু উল্লেখযোগ্য



ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক।
● রিয়াল মাদ্রিদের কোপা দেল রে বহিস্কর (২০১৫)
২০১৫ সালে স্পেনের কোপা দেল রে-তে রিয়াল মাদ্রিদ একটি বড় ভুল করে। কাদিজের বিরুদ্ধে রিউশিউ অফ ৩-২-এর ম্যাচে তারা ডেনিস চেরিশভকে ম্যাচে নামায়, যিনি তার আগের ক্লাব ভালেন্সিয়ার হয়ে তিনটি হলুদ কার্ড পেয়ে সাসপেন্ডেড ছিলেন। চেরিশভে শুধু খেলানই নন, প্রথম গোলাও করেন। ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতলেও, কাদিজের আপিলের পর রিয়াল মাদ্রিদকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিস্কর করা হয়। এই ঘটনা

রিয়ালের জন্য লজ্জাজনক ছিল এবং তাদের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ভেঙে যায়।

● এফসি সিওনের ইউরোপা লিগ বিতর্ক
(২০১১)

২০১১ সালের ইউরোপা লিগে সুইস ক্লাব এফসি সিওন সেল্টিকের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পায়। কিন্তু ২০০৮ সালে তারা অন্য ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় এসাম এল হাদরিকে সেই করার ট্রান্সফার ব্যানের মুখে

পড়ে। সেল্টিক দাবি করে, সিওন এই নিয়েখাজার সময় পেটজেন অযোগ্য খেলোয়াড় ম্যাচে নামিয়েছিল। উয়েফা তদন্তের পর সিওনের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে পরাজয় ঘোষণা করে, ফলে তারা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে।
● মালেইয়ের লিগ ওয়ান ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা হারানো (১৯৯৩)
১৯৯২-৯৩ মরসুমে ফ্রান্সের মার্সেই লিগ ওয়ান এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় করে। কিন্তু প্রাচুর্য ভায়া, তারা ভালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ঘুষ দিয়ে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের খারাপ খেলতে প্ররোচিত করেছিল। আদালতের রায় মার্সেইয়ের লিগ

শিরোপা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা ফরাসি ফুটবলের জন্য একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

● ক্যালচিওপলি কেলেক্সারি (২০০৬)

২০০৬ সালের সিরি এ মরসুমে ক্যালচিওপলি কেলেক্সারি ফুটবল বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। জুভেন্টাস, এসি মিলান, কিওরেন্টিনা এবং লাজিওর মতো বড় ক্লাবগুলো রেফারিদের প্রভাবিত করে ম্যাচের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়। জুভেন্টাসের ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ মরসুমের শিরোপা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনে নামিয়ে দেওয়া হয়। ২০০৫-০৬ শিরোপা ইন্টার মিলানকে দেওয়া হয়, যা বিতর্কের জন্ম দেয়।

● আই-লিগের বর্তমান পরিস্থিতি

আই-লিগের এই মরসুমে চার্লিস ব্রাদার্স ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও, ইন্টার কাশির আপিল সফল হলে তারা ৪২ পয়েন্টে পৌঁছে শিরোপা জিতবে। উভয় দলই সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে। চার্লিস ব্রাদার্সের মালিক আলোমাও দাবি করেছেন, শিরোপা ম্যাচে জেতা হয়, আদালতে নয়। অন্যদিকে, ইন্টার কাশির খেলোয়াড়রা তাদের কোচ আন্তোনিও হাবারকে কাঁধে তুলে উদযাপন করেছে। এআইএফএফের আপিল কমিটি ১২ এপ্রিল বৈঠকে বসছে, যেখানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজেশ চ্যাভানের নেতৃত্বে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আই-লিগ ২০২৪-২৫ মরসুমের শিরোপা বিতর্ক ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে। ম্যাচের খেলার পরিবর্তে আইনি লড়াইয়ে শিরোপা নির্ধারণ ফুটবলের চেতনার পরিপন্থী হলেও, এই নাটকীয়তা ই খেলাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চার্লিস ব্রাদার্স তাদের তৃতীয় শিরোপা জিতবে, নাকি ইন্টার কাশি তাদের দ্বিতীয় মরসুমেই ইতিহাস গড়বে-এই প্রশ্নের উত্তর এখন এআইএফএফের হাতে। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত রায়ের জন্য, যা শুধু শিরোপাই নয়, ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) উন্নীত হওয়ার স্বপ্নও নির্ধারণ করবে।